NES RENTALS PROUDLY SUPPORTS

THE BENGALI ASSOCIATION

OF GREATER ATLANTA

As the #1 provider of aerial lifts, NES Rentals supplies businesses in Atlanta and beyond with the industry's most reliable equipment, including:

- **Booms**
- **Scissor Lifts**
- **Teleforks**
- **Personnel Lifts**
- **And more**

NES Rentals™

nesrentals.com

free entry

garba!
Starting 9pm
at Ashiana

THE GLOBAL MELA 2015 FUNFAIR

October 24th - 25th

Saturday 11am-7pm ~ Sunday 12pm-6pm

at the

Global MALL

- Inflatable Rides
- Face Painting
- Balloon Artists
- Magic Shows
- Arts & Craft
- Dancing

- Fashion Shows
- Raffle Prizes
- Game Booths
- DJ & Dhol
- Cotton Candy
- Popcorn

Rent a Booth Today! Email globalmela@amsglobalmall.com or call 770-416-1111

Global Mall 5675 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30071 770-416-1111 www.amsglobalmall.com

From the President's Desk

Pratachi *The West 2015*

The BAGA Team

Editors:

Editorial Board

Type Setting

Cover Design

Inside Graphics

Layout Design

Advertisements

Published by

Bengali Association of Greater Atlanta, Inc.
A nonprofit organization under IRS Code 501(3)(c)
PO Box 88541, Atlanta, GA 30356
USA

Disclaimer

The statements and opinions contained in the advertisement are solely those of the advertisers and do not necessarily reflect those of the editors or the publisher. The appearance of advertisements in the Journals is not a warranty, endorsement or approval of the products or services advertised or of their safety. The Editor-in-Chief and the Publisher disclaim responsibility for any injury to persons or property resulting from any ideas or productions referred to in the articles or advertisements.

#BAGANXTGEN

Content

Content

BAGA Team

দু'টী কবিতা

রুদ্রশংকর

বুকের ভিতর

বুকের ভিতর কি যেন এক আছে !
ভাসিয়ে দিল একখানা মন মরা নদীর কাছে
বুকের ভিতর কিযেন এক আছে !

তলহারানো বন্ধু পেয়ে আকাশ থেকে জানি
দিনমান সব বৃথায় গেল - দু'জন অসাবধানী ।

যা করে হোক একটি বয়স কাটিয়ে দেওয়া গেছে
বুকের ভিতর কি যেন এক আছে । ■

গ্রীষ্ম ফুটুক, বর্ষা ফুটুক

রোদ বৃষ্টির সময় তখন - চরম নিবিড়তা
বন্ধু হল তরুণ তরল বিশ্বাসে

আকাশলীনা ভিখিরি মেঘ - তীব্র রসোধারা
ধুলোয় ধুলোয় নারী বদল, শান্ত অনায়াসে
শেকল ভাঙে নষ্টমতি এমনই নিরুপায়

হোক না কিছু কচি কথা অল্প লোকালয়ে
গ্রীষ্ম ফুটুক, বর্ষা ফুটুক সখ্যময়তায়
কি অনুযোগ করবে ও মেয়ে ?
এ'সবে কি কিচ্ছু এসে যায় ? ■

দীপশ্রী সেন

হান্টসভিল, এ্যালাবামা

না বলা কথা

কথা ছিলো কথা ছিলো
তোমার সাথেও কথা ছিলো।
পথের ধারের উদাস বাতাস
তোমায় অনেক বলার ছিলো।
বলার ছিলো শোনার ছিলো,
নতুন করে দেখার ছিলো,
'এখন আমি' ' আসবো আবার'-
মনের মাঝে স্বপ্ন ছিলো,
তারপরেতে দিনগুলোসব
কোথায় যেন হারিয়ে গেল-
যোগ বিয়োগ আর হিসাব কষে
কয়েকটি যুগ গড়িয়ে গেল।
দূর থেকে কে ডাক দিয়ে যায়
'মুখটি তোল', 'চোখটি মেল'-
সে ডাক কানে যায় না যে আর
শুধুইশুনি 'এগিয়ে চলো'।।
এগিয়ে যাবার চলার পথে
যখন হিয়া টলোমলো,
চেতন ফিরে তখন দেখি
এবার ফেরার সময় হলো।
ফেরার সময় ভোলার সময়
মন্থর মন প্রশ্ন জানায় 'সবই আছে?' সবই ছিলো?'
বুকের মাঝে দোল দিয়ে যায়
'কথা ছিলো', 'কথা ছিলো'।। ■

ডঃ সজল চট্টোপাধ্যায়

মা না মেয়ে!

টলমল হেঁটে আসে মেয়ে পয়মন্তী।
খেলা ঘরে পড়ে থাকে-কড়া, হাতা, খুনতি।
চোখভরা জল তার, ঠোঁট ফোলা কান্না–
বেহিসেবী সময়েতে পুড়ে গেছে রান্না।

কোলে নিয়ে তারে বলি, "কোরো নাকো চিন্তা,
নিমেষেতে রেঁধে দেবো।" নাচে তা ধিন তা।
"অফিশেতো দেরী হবে!" পরে করে অনুযোগ।
"একদিনই- কি বা ক্ষতি, অফিশেতে বহু লোক।
নেবে ওরা সামলে, করবে না অভিযোগ।"
আশ্বাসে খুশী মেয়ে। স্বস্তির উপভোগ।

সেই মেয়ে বড়ো হয়ে চলে গেছে বিদেশে।
পড়াশুনো, চাকরী, আরো নানা কাজে ফেঁসে
মাঝেসাঝে ফোন করে, এছাড়া সময় নাই!
অপয়া জীবন ভাসে অকরুণ বর্ষায়।
বহুদিন দেখিনিকো, অপার সময় আমার।
পারে না কি ঘুরে যেতে বছরেতে একবার?

রাঙা পাড় শাড়ী পড়ে, বিনুনিতে রোদ্দুর।
হাত ধরে পুজোবাড়ী- চলে যেত কদ্দুর।
রাত্রিতে পা ছুঁড়ে, করতো যে বায়না,
"মণ্ডপে গান হবে, কেন নিয়ে যাওনা!"
প্রণামের ধুম কত বিজয়ার বিকেলে।
তিলকূট, সন্দেশ, কোথা থেকে কি পেলে?
খিলখিল হাসি তার। মিটেছে যে বাসনা।
সেই মেয়ে এতোদিন দেশে কেন আসে না?

পুজোবাড়ী চেঁচামেচি, একা আমি দাঁড়িয়ে।
প্রতিমার থুতনিটা হাত দিয়ে নাড়িয়ে
কেঁদে বলি, "ফের শুরু, মাস দিন গুনতি!"
মার বেশে ফিরে আসে মেয়ে পয়মন্তী। ■

ইংরেজি ফোবিয়া

অনিমা মুখোপাধ্যায়

কলকাতা

ইউ এস এ আসতে হলে চাই ইংরেজিটা জানা।
তাই তো হেথায় আসার বেলায় করি নানা টাল বাহানা।
যখন যাই, যেখানে যাই, শুনি শুধুই ইংরেজি।
আমার করে বুক ধড়ফড়, খাই শুধু ডিগবাজি।
ইংরেজি জুজুর ভয়ে আমি বাক্য হারা।
তাইতো মুখে কুলপ আঁটি, দিই না কভু সাড়া।
নাতি নাতনিরা আমার সাথে বাংলায় কথা বলে।
অন্যথায় আমি যে তাদের কানটি দেব মুলে।
সকল বেলায় প্রথম দেখায় বলে গুড মর্নিং, হা-ই।
আমি শুধু বলি, থাকব নাকো তোদের দেশে, টা টা, বাই বাই। ■

অভিষেক রাজগুরু

নয়ানচাঁদ ঘোষ

মৃত্যু ছুঁড়েছি দু পাতার মাঝে...

মৃত্যু ছুঁড়েছি দু পাতার মাঝে,
গেরো মেখেছে অন্তর্বাসী...
আমি মনের মাঝে ফসল বপি,
আমার ঘরে,আমি ই চাষী....

খোসার গায়ে আবদারের ধান....
শীষের ডগায় অতল প্রান...
স্তব্ধ বাতাস,
রুদ্ধ মান,
পূণ্যভূমির মুক্তিস্নান ....

পথে ধার, চড়ুই চার;
দেখছে বসে রক্ত প্রলয় ...
হাঁটছি আমি,
খুঁজছি আমি,
কোথায় পাই আলোর বলয়...

উড়ছে ধূলো,
বাড়ছে তাপ..
নীলচে নদী, পায়ের ছাপ;
কালচে আঙুল আকাশ পানে,
প্রশ্ন মনে, এ কোন শ্রাপ! !

মাখছি রঙ আঙুলময়
ভেতরে যখন রক্তক্ষয়;
তুষের আগুন, জ্বলছে প্রাণ.
অবয়বের ছায়া ;
সিন্ধু স্নান ....

অসুখ

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে)

মগজের কোন কুঠুরিতে রোজ
ঝাপটায় ডানা -
স্মৃতির পাখিটা...

চেয়ে চেয়ে দেখি তবু - উড়ে যায়
শেষরাতে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের আকাশে।
ক্ষীণ চাঁদের আলোয়
চোখ রাখে নৌকোর খোলে -
ঝকঝকে ইলিশের নিষ্পলক চোখে।

তারপর, ফিরে আসে -
যেমন জ্যোৎস্না আসে পাইন-এর ফাঁকে
নীলপাড় পাহাড়ের দেশে।

স্মৃতি বুঝি একদিন রেখে যাবে শুধু তার ছায়া?
সেই দিন আর পাখি ফিরবে কি ঘরে?

Poona

Indian Restaurant

3665 Club Drive
Duluth GA -30096
P: 770-717-9559
F- 770-717-9558
www.PoonaRestaurant.com

Weekdays Lunch Buffet $7.95 || Weekends Lunch Buffet - $9.95

Dine In | Take Out |Catering | Banquet

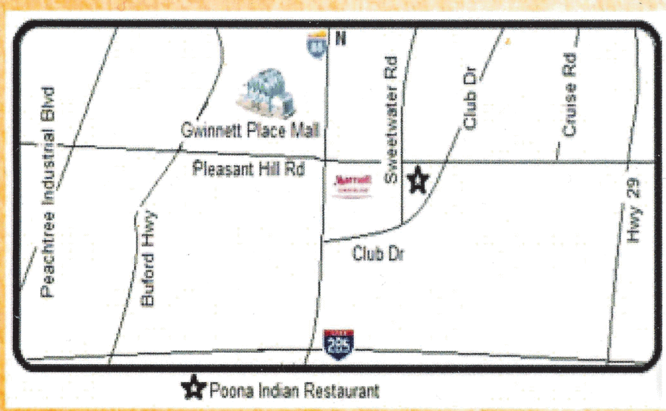

$5 off

dinner purchase of $25 or more

3665 Club Dr, Duluth, GA -30096
Ph: 770-717-9559
exp 12/31/14 www.PoonaRestaurant.com

আমার ঠাকুর্দা
কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী অনির্বাণ

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা খুব ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে একটা গেরুয়া পরা মানুষকে লালন করে থাকেন। পরে সময় হলে মনের আড়ালের গেরুয়া পরা মনটিই তাঁকে যোগী করে তোলে। দেশের মানুষ তাঁর মুখনিসৃত অমৃতবাণী শুনে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা খুঁজে পায়। যে মানুষেরা অনেক আলোর সামনে থেকেও অন্ধকারকে ভোলেনা, অফুরন্ত হাসি আনন্দের মধ্যেও থাকে তাঁদের দুঃখের অনুভূতি, জনারণ্যের মাঝখানে হারায়না মনের গভীর নিঃসঙ্গতা – কাজী নজরুল ইসলাম এমনি একজন মানুষ।

আপাতদৃষ্টিতে যোগী তিনি হননি। কোন ধর্মপ্রচারকের ভূমিকাও তাঁকে নিতে হয়নি কোনদিন। তিনি মন্দিরের নয়, মসজিদ তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি কখনও, বরং বলা যায় মন্দির আর মসজিদের দুটি পৃথক অবয়ব তাঁর চোখে এক হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই তাঁর মধ্যে পেয়েছি আমরা নতুন যুগের নতুন যোগিকে, যিনি প্রচার করেছেন একতার বেদমন্ত্র- গেয়েছেন সাম্যের গান।

খুব ছোটবেলায় ‘প্রভাতি’, ‘লিচুচোর’, ‘খুকি ও কাঠবেড়ালি’ প্রভৃতি শিশু কবিতার মধ্যে দিয়ে আমার ঠাকুর্দা কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। আমার বাবা কাজী অনিরুদ্ধ তাঁর ছোটছেলে। ‘থাকবো না আর বদ্ধ ঘরে দেখবো এবার জগৎটাকে’ পড়ার বয়স পেরিয়ে একদিন পরিচিত হই দাদুর বিখ্যাত কবিতা ‘বিদ্রোহী’র সঙ্গে – ‘বল বীর, চির উন্নত মম শির’। কবিতাটা পড়তে পড়তে মনে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা বোধ করতাম। তিনি প্রথম ভারতীয় কবি যিনি ভারতের পূর্ণ স্বরাজ দাবি করেছিলেন এবং তিনি প্রথম কবি, যিনি তাঁর সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার পূজা সংখ্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কবিতা

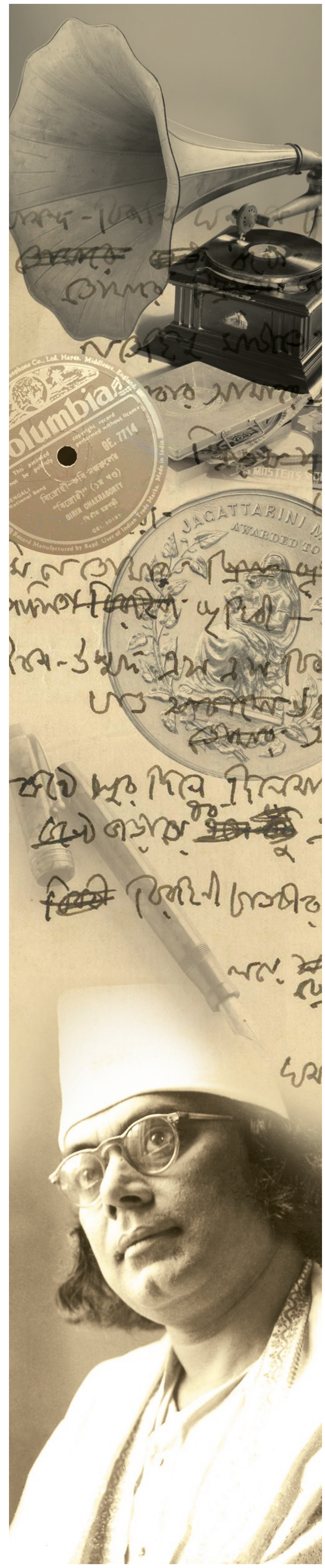

'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখার জন্যে কারাবরণ করেছিলেন। রাজবন্দীদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জেলে ৩৯ দিন অনশন ব্রত গ্রহন করেন। সহ্য করেছেন ব্রিটিশ সরকারের অকথ্য ঘৃণ্য নির্যাতন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনশন ভঙ্গ করার জন্য জেলে টেলিগ্রাম করে লিখলেন, 'Give up hunger strike, our literature claims you'. দাদুর 'ধুমকেতু' পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বানী পাঠিয়ে লিখেছিলেন -

আয় চলে আয়রে ধুমকেতু
আধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

-শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৪ শে শ্রাবণ, ১৩২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪ বছরের নজরুলকে তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেন। তখন দাদু জেলে। তিনি বলেছিলেন - 'জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল, তাই তাকে আমার 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করেছি।

আজ পরিনত বয়সে এসে বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করতে বসে কত কথাই না মনে পড়ছে। আমার সবে জ্ঞান হয়েছে- থাকি কলকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে। দেখতাম একজন মানুষকে চুপচাপ খাটে বসে থাকতে, আবার কখনও সারা বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে। কখনও খাটে বসে কাগজ দেখতেন, আবার দেখা হয়ে গেলে বালিশের নিচে কাগজটাকে রেখে দিতেন। কোন সময় জানলার গারদ ধরে দুরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে শব্দ করে হেসে অব্যক্ত ভাষায় কি যেন বলে চলেছেন। তখনও তাঁকে বোঝার মত বুদ্ধি আমার হয়নি। শুধু জানতাম এই আমার দাদু কাজী নজরুল ইসলাম। যাঁর ছোটদের জন্য লেখা কবিতা আবৃত্তি করে বহুবার পুরস্কার পেয়েছি। তখনও বুঝতে পারতাম না কেন দলে দলে লোকেরা এসে আমার দাদুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে বা পায়ে ফুল দিয়ে প্রণাম করতেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম যে, বিরাট এক প্রতিভার ছত্রচ্ছায় আমার জন্ম হয়েছে। দাদুর জন্য আমর অনেক কিছু করার আছে। এমন একজন বিরল ব্যক্তিত্বের নাতি হিসেবে আমি গর্ববোধ করি। দুঃখ হয় এই ভেবে যে, তাঁর উত্তরসুরী হয়েও তাঁকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া হলনা। কেননা আমার জন্মের বহু আগে বিস্মৃতির অতল তলে তিনি তলিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ছিলেন।

আমার ঠাকুমা'র আসল নাম 'আশালতা'। দাদু নাম রাখেন 'প্রমীলা'। আমরা ডাকতাম 'মণি' বলে। মণি দাদুর আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোমর থেকে শরীরের নিচের অংশ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে তিনি সংসারের সব বিষয়ে নজরদারি করতেন। দাদু যে ঘরে থাকতেন তাঁর খাটের সামনে নীচু একটা চৌকিতে শুয়ে তিনি দাদুকে খাইয়ে দিতেন, সবজি কাটতেন, সবাইকে খেতে দিতেন, আমাদের ভাইবোনেদের জন্য সোয়েটার বুনতেন - এমন আরও কত কি। দাদুর যে একেবারে বোধ ছিল না একথা বোধহয় ঠিক না। মা'র কাছ থেকে শুনেছি, একবার আমি মণির সামনে রাখা একটা বেতের দোলনায় শুয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করে কাঁদছিলাম। দাদু মণির চৌকির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে জোরে চীৎকার করে ঈশারায় আমার কান্না থামাতে বলছিলেন। আমার বাবার কথা শুনে মণি শুয়ে শুয়েই দুহাত তুলে দাদুকে দোলনা থেকে আমায় তুলে তাঁর কাছে দিতে বললেন। দাদু কিছুক্ষণ ভেবে আমার একটা হাত ধরে দোলনা থেকে তুলে মণির হাতে দিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় বাচ্চাদের প্রতি দাদুর গভীর মমত্ববোধ ছিল।

দাদুর জন্মদিনটা ছিল আমাদের কাছে উৎসবের দিন। দাদুর সঙ্গে আমাদেরও নতুন জামা কাপড় হত। সারা বাড়ি সুন্দর করে সাজানো হ'ত। সকালে থেকেই দাদু খুব হাসিখুশি

থাকতেন। বাবা যখন দাদুকে বলত 'বাবা, আজ তোমার জন্মদিন' – তখন দাদু শব্দ করে হেসে হেসে মাথা নেড়ে কি যেন বোঝাতে চাইতেন। বাধ্য ছেলের মত স্নান করে গরদের পাঞ্জাবি ধুতি পরে কপালে চন্দনের ঠিপ আর গলায় ফুলের মালা পড়ে বসার ঘরে তারজন্য সাজানো ফুলের জলসায় গিয়ে বসতেন। তাঁর সামনে রাখা হারমোনিয়াম তবলা দেখিয়ে শিল্পীদের গান গাইবার জন্য ঈশারা করতেন। শিল্পীরা গান ধরলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। শব্দ করে হাসতেন। শিল্পীর দিকে গলার মালা ছুঁড়ে দিতেন। উত্তেজনায় দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। আমাদের ভাই-বোনেদের কাজ ছিল দাদুর গলা যখন ফুলের মালায় ভরে উঠত, তখন তাঁর গলা থেকে মালাগুলো খুলে সযত্নে দাদুর পাশে রাখা।

আমি তখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক ছাত্র। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় হল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা দেশের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলা দেশের মাটিতে ফিরে এলেন পাকিস্থানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে। এসেই বঙ্গবন্ধুর সরকার অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বাংলা দেশের পাহাড় প্রমাণ সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে দাদুকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন দাদুর ৭৩তম জন্মদিন স্বাধীন বাংলাদেশে উদযাপন করার। সেইমত ১৯৭২ সালের ২৪শে মে বাংলাদেশ বিমানে দাদুকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হল। দাদুর সঙ্গে আমরা পরিবারের সদস্যরাও গেলাম ঢাকায়। জেঠু কাজী সব্যসাচী আর বাবা বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রনে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সনে ভাষা শহীদ দিবসে ঢাকায় গিয়ে ধানমণ্ডী এলাকার ২৮ নম্বর সড়কে সরকারাধীন ৩৩০ বি বাড়িটা দাদুর থাকার জন্য ঠিক করে এসেছিলেন। দাদুকে নিয়ে তেজগাঁও বিমানবন্দরে বিমান পৌঁছালে বাংলাদেশের বিশাল জনতা তাদের জাতীয় কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছিল। সেদিন ঢাকা ছিল উৎসব মুখরিত। বিমানটা অবতরণ করলে দেখলাম দাদুর গলায় কে আগে মালা পরাবে এই নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে গেছে। বিমান বন্দরে বিমান থেকে নামার জন্য সিঁড়ি লাগানো সম্ভবপর হচ্ছিল না। দাদু ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরও বিমান বন্দরের জন সমুদ্রকে সামলানো যাচ্ছিল না। তখন জেঠু, বাবা বিমানের পিছনের দরজা দিয়ে দাদুকে কোলে করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে বিমান বন্দরের উত্তরের ফ্লায়িং ক্লাবের রাস্তা দিয়ে সোজা নিয়ে গেলেন পূর্ব-নির্দ্দিষ্ট ধানমণ্ডীর কবি-ভবনে। দাদুর সঙ্গে একই বাড়িতে আমরাও থাকতে লাগলাম। বাড়িটা ছিল খুবই খোলামেলা। বাড়ির সংলগ্ন একটা বাগান ছিল। দাদু এই বাগানে হেঁটে বেড়াতেন। বঙ্গবন্ধু দাদুর জন্য সবরকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের খুব ভালবাসতেন। সকাল থেকেই দাদুকে শ্রদ্ধা জানাতে দর্শনার্থীর লাইন পড়ে যেত। ফুলে মালায় বাড়িটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠত।

কিছুদিন ঢাকায় থাকার পর বাবা, মা, আমি, ছোট ভাই অরিন্দম আর বোন অনিন্দিতা কলকাতায় ফিরে এলাম। জেঠুর পরিবার দাদুর সঙ্গে ঢাকায় রয়ে গেল। সেই আমার দাদুকে শেষ দেখা। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট সকাল ১০টা ১০ মিনিটে দাদু ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দাদু লিখেছিলেন –

মসজিদেরি পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেন, গোরের থেকেও মোয়াজ্জিনের
আজান শুনতে পাই।

জেঠু আর মা দাদুকে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলেন ঢাকায়, কিন্তু তাঁরা পৌঁছবার আগেই দাদুর ইচ্ছামত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মসজিদের পাশে সামরিক মর্জ্যাদায় দাদুকে কবর দেওয়া হয়।

বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামের এক কুঁড়ে ঘরে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ট (ইংরেজী ২৪শে মে ১৮৯৯) দাদু জন্মগ্রহণ করেন। বংশকৌলিন্য থাকলেও অর্থকৌলিন্য ছিলনা। ছেলেবেলায় তাঁর ডাকনাম ছিল 'দুখুমিঞা'। এমন সার্থকনামা মানুষ খুব কমই দেখা যায়। জন্মের পর শৈশব কাটতে না কাটতেই সুরু হয় তাঁর দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়াবার পালা। কখনও জীবিকার সন্ধানে, কখনও পড়াশোনার তাগিদে, আবার কখনও নিছক খেয়ালের বশে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এক জায়গায় অনেকদিন থাকা ছিল তার স্বভাব বিরুদ্ধ। পথচারী কবিতায় তিনি যা লিখেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা। তিনি লিখেছেন –

কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারী,
দুধারে দুকূল দুঃখ সুখের মাঝে আমি স্রোতবারি।
আপনার বেগে আপনি ছুটেছি জন্মশিখর হতে
বিরাম বিহীন রাত্রি ও দিন পথ হতে আন-পথে।

দাদুর প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। মাত্র ২২/২৩ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনে আমাদের তিনি এতকিছু দিয়ে গেছেন যে, আজও তিনি প্রাসঙ্গিক। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, নাট্যকার ছোটগল্প লেখক – লিখেছেন শিশুকবিতা, করেছিলেন পত্রিকা সম্পাদনা। তিনি ছিলেন সার্থক গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত প্রশিক্ষক। বাংলা গানের বিভিন্ন ধারায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর গান ছিল রাগোন্মুখ। তাছাড়া তিনি নিজে বেশ কিছু রাগ সৃষ্টি করেছেন। হারিয়ে যাওয়া রাগকে উদ্ধার করে নিজের গানে প্রয়োগ করে বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

দাদু যৌবনের কবি। তাঁর বিদ্রোহ, পৌরুষ, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি এই যৌবনাবেগ থেকেই উৎসারিত। দাদুর যৌবনের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টি সুখের উচ্ছ্বাস অন্যদিকে তেমনি সমস্ত নিয়ম-কানুন-রীতি ভাঙার দুর্জয় আহ্বান। তাই তিনি বলেন – 'আমি-সৃষ্টি আমি ধ্বংস'। তাঁর এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতুর্য'। যৌবনের মূর্ত প্রতীক আমার দাদুর আবির্ভাব ধুমকেতুর মত। তাই যুগ যুগ ধরে আমার দাদু বেঁচে থাকবেন তরুণ মনে। বয়েসের বিচারে মানুষ বার্ধক্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছলেও, যদি তার অন্তরের নিভৃত কোণে কণামাত্র তারুণ্য বেঁচে থাকে তাহলে দাদুর ভাবনা, গান, কবিতা তাকে অভিভূত করবেই। পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য অনেক জিনিস হারিয়ে গেছে। উত্তরসূরী হিসেবে সেগুলো উদ্ধার করতে আমি দায়বদ্ধ। সেটাই হবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। ■

চ্যাপলিন, আইনস্টাইন ও একটি পিয়ানো

বঙ্কিম সেন

সুয়ানী, জর্জিয়া

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩১ সাল। *'City Lights'*-এর প্রিমিয়ার সিনেমা জগতের পীঠস্থান, লস্ এঞ্জ্যালেস শহরে। *Guest of Honor* অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। চার্লি চ্যাপলিনের সাথে একসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করলেন। আইনস্টাইনের স্ত্রী এল্সাও ওদের সঙ্গে। '

City Lights' নিয়ে চার্লির একটা বিরাট টেনশন। সিনেমার সবাক যুগের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। কিন্তু চার্লি তবু নির্বাক থাকতে চাইলেন। তা'ছাড়া এই ছবিটির আবহসঙ্গীতও ওর নিজের রচনা। ছায়াছবি শেষ হতে না হতেই 'স্ট্যান্ডিং ওভেশন' – চার্লি চ্যাপলিন তা' হলে সবাক সিনেমার যুগেও নির্বাক ছবি দিয়ে সবাইকে মাতাতে পারেন। দর্শকদের করতালি থামতেই চায় না। আইনস্টাইনও অভিভূত। চার্লি এগিয়ে এসে এল্সার সাথে করমর্দন করলেন। এলসা তাকে অভিনন্দন জানালেন - দারুণ হয়েছে। চার্লি ওকে 'থ্যাংকস' জানিয়ে আইনস্টাইনের দিকে হাত বাড়ালেন। অ্যালবার্টের মুখে এক গাল হাসি। - কিছু বলার নেই। এক কথায় অসাধারণ। *What I most admire about your art, is your universality. You don't say a word, yet the*

world understands you!

চ্যাপলিন মৃদু হেসে বললেন, *-True. But your glory is even greater! The whole world admires you, even though they don't understand a word of what you say.*

- এবার তো ইউরোপে যাবেন, বার্লিনে একবার আমাদের বাড়িতে আসুন। এল্‌সার অনুরোধ।

- নিশ্চয়ই যাব। *'City Lights'* লন্ডনের প্রিমিয়ারের পর আপনাদের ওখানে যাব - ঠিক করেই রেখেছি।

এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক - আইনস্টাইন বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক - অথচ তিনি ছিলেন চ্যাপলিনের ফ্যান। মনে হয়, আইনস্টাইন নিজের অন্তরের প্রতিমূর্তি দেখতে পেতেন রূপোলী পর্দায় চ্যাপলিনের চরিত্র গুলির মধ্যে। তাই উত্তরে ও এমন একটা রকম বলেছিলেন, যে ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি! - এই মাইনেতে এখানে চলেনা মশাই! তারপর যা চেয়েছিলেন তার তিন গুণেরও বেশি মাইনে দিয়ে ওঁকে তারা নিয়ে যায়।

পিয়ানোটি দেখে চ্যাপলিনের মনে পড়ে গেল পাঁচ-বছর আগের কথা। ১৯২৬ সাল। চ্যাপলিন ওর *Circus'* ছবিটি নিয়ে ব্যস্ত। ইউনিভার্সাল স্টুডিও থেকে ফোন এলো চ্যাপলিনের কাছে। ইউনিভার্সাল স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা, স্বয়ং কার্ল লেমলি'র ফোন - প্রফেসর আইনস্টাইন সস্ত্রীক দেখা করতে চান। কি সাংঘাতিক ব্যাপার! সারা বিশ্ব যাকে বন্দনা করে, সেই আইনস্টাইন চান দেখা করতে! সাময়িক উত্তেজনা

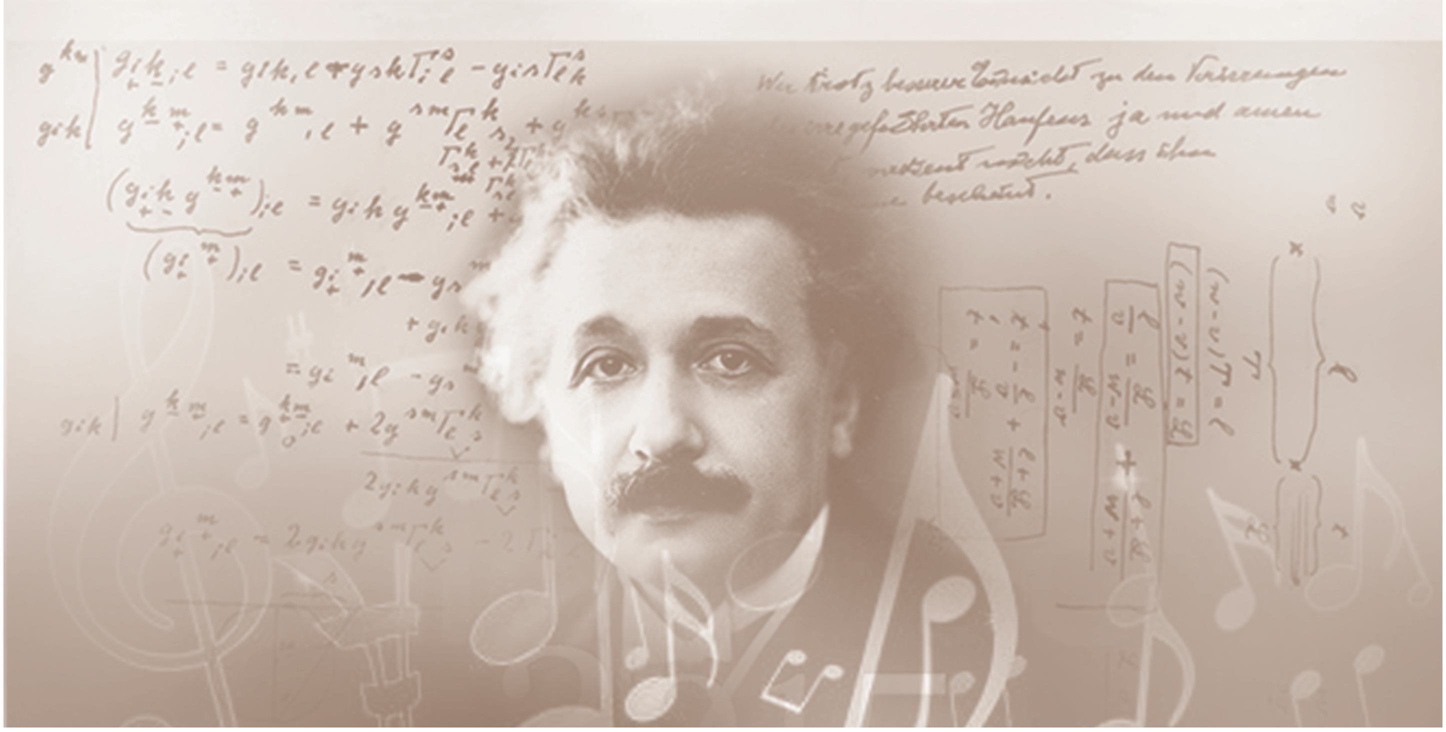

চ্যাপলিনকে খুব কাছের মনে হত।

'City Lights'-এর লন্ডনের প্রিমিয়ারের পর চ্যাপলিন বার্লিনে চলে গেলেন আইনস্টাইনদের বাড়ি। আমেরিকার তুলনায় নিতান্তই ছোট্ট ওদের বাসস্থান। এককোণে ওর কালো *Blüthner* পিয়ানোটি রাখা। বাজাচ্ছেন আইনস্টাইন। খেয়াল নেই যে বাড়িতে অতিথি। মিসেস আইনস্টাইন, একটু মজা করেই বললেন, -আপনাদের অ্যামেরিকার মত, সবকিছু এত বড় বড় নয় আমাদের। তা'ছাড়া আপনাদের প্রফেসরের তো পয়সা কড়ির বোধটা খুবই কম। প্রিন্‌স্টন ইউনিভার্সিটি ওর কাছে জানতে চায়, উনি কত মাসিক বেতন আশা করেন। কাটিয়ে উঠে, স্টুডিওতে চলে গেলেন চ্যাপলিন। লাঞ্চে ডেকেছেন মিস্টার লেমলি।

যথা সময়ে আইনস্টাইন এলেন ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে। সঙ্গে এল্‌সা, সেক্রেটারি হেলীন ডিউকস এবং আইনস্টাইনের *Calculator'* ওয়ালথার মেয়ার। এলাহি ব্যাপার। প্রফেসর আইনস্টাইন বলে কথা! বিশ্ব-বন্দিত বৈজ্ঞানিক- পাঁচ বছর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। অনেকেই তো তাঁকে দেখতে চান, ওঁর সঙ্গে কর মর্দন করতে চান। লাঞ্চের পরে, মিস্টার লেমলি সকলকে স্টুডিও দেখাতে নিয়ে বেরলেন।

আইনস্টাইন উপভোগ করছেন লেমলির আতিথেয়তা। কিন্তু কোথায় যেন একটা ছন্দপতনের আভাস। মিসেস আইনস্টাইন চ্যাপলিন কে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, - আমার মনে হয়, প্রফেসর এত ভিড় চাননি। আপনি প্রফেসরকে আপনার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে ওর খুবই ভাল লাগবে। তা' হলে একটু নিরিবিলিতে প্রফেসর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

তথাস্তু! চ্যাপলিন ওঁদের এবং দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলেন ডিনারে। চারজন অতিথি- চ্যাপলিনকে নিয়ে পাঁচ।মিসেস আইনস্টাইনের অনুরোধে বেশী কাউকে ডাকেননি। কিন্তু একটু নিরিবিলিতে কথা বলার কথা দিয়ে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যাকে নিমন্ত্রণ করা, তিনি আড্ডা ছেড়ে আপন মনে চার্লি চ্যাপলিনের কালো *Blüthner* পিয়ানোটি বাজাচ্ছেন। বাজনা বাজানোর সুযোগ আইনস্টাইন কখনই ছাড়তে পারতেন না। সে বেহালাই হোক, চেলোই হোক বা পিয়ানো। যখন বাজাতেন, তার ধ্যান-জ্ঞান সবই ওই বাজনায়। দুচোখ বুঁজে, একাত্ম হয়ে বাজাতেন।

এল্সা আইনস্টাইনই কথা বলছিলেন বেশী। ইংরাজিটা ভালই বলতেন। অন্তত আইনস্টাইনের তুলনায় তো বটেই। নানা রকম বিষয়ে আলোচনা চলছিল। আইনস্টাইন আড্ডায় যোগদান করার পর অতিথিদের একজন ওর পিছনে একটু লাগার চেষ্টা করেছিলেন। তেমন সুবিধা হয়নি। কারণ প্রশ্নের এমন উত্তর দিয়েছিলেন যে তার মানে উদ্ধার করতে প্রশ্ন কর্তার ঘাম ছুটে গিয়েছিল।

ডিনারে কথা বলতে বলতে প্রফেসরের পিয়ানো বাজানোর কথা আবার উঠল। মিসেস আইনস্টাইন এবার একটি ঘটনা বলনেন যা একদিকে যেমন অদ্ভুত তেমনি ঐতিহাসিক। - প্রফেসর রোজকার মত সেদিন সকালেও ব্রেকফাস্ট করতে ওর ড্রেসিং গাউন পরে বের হয়ে আসেন। খেতে খেতে বলেন, -আমার মাথায় একটা অদ্ভুত আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে! তারপর কফি শেষ করে ও পিয়ানো বাজাতে বসে। বাজানো চলতে থাকে। মাঝে মধ্যে থামে। কিছু একটা লিখে আবার বাজাতে থাকেন। মাঝে মধ্যে চিৎকার করে বলে চলেছেন, -এল্সা, শুনছ? আমার মাথায় একটা অদ্ভুত আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে!

এল্সা আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, - কি আইডিয়া বলবে তো!

প্রফেসর বলেন, - বোঝানো একটু কঠিন। আরও একটু সময় লাগবে। বলেই আবার পিয়ানো বাজাতে শুরু করেন। তারপর আরও প্রায় আধ-ঘন্টা বাজানোর পর এল্সাকে ডেকে বলেন, -আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। তারপর ওর পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। খাওয়া-দাওয়া সব ঘরেই। বিকেলের দিকে একটু হাঁটতে বেরতেন। তারপর আবার পড়ার ঘরে। প্রায় দু-সপ্তাহ পরে বেরলেন, ক্লান্ত, শ্রান্ত একটি মানুষ- হাতে রাইটিং প্যাডের দুটি পাতা- তাতে কিছু লেখা।

সকলেই জানতে উৎসুক - কি লেখা ছিল তাতে?

মিসেস আইনস্টাইন মৃদু হেসে বললেন, - *Theory of Relativity!*

চার্লি চ্যাপলিন বিস্মিত। - পিয়ানো বাজাতে বাজাতে *Theory of Relativity!*

পরিশিষ্ট

১৯৩১ সালেই এডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে আইনস্টাইনরা যখন অ্যামেরিকাতে এসেছিলেন ওরা তখনই অনুভব করেছিলেন যে জার্মানিতে ওদের ফিরে যাওয়া হবে না।নাৎসিরা ওদের বাসস্থানের ছোট্ট কটেজটিতে *Youth Camp* খুলেছে। ওর সখের *sail boat*-টও ওদের দখলে।

আর সেই কালো *Blüthner* পিয়ানোটি, যেটি বিজ্ঞানের একটি অন্যতম আবিষ্কারের সঙ্গী এবং সাক্ষী? কে জানে? *Theory of Relativity*-র শত বার্ষিকিতে হয়ত কারও বাড়ির এক কোণায় পড়ে আছে - কেউ হয়ত কখন-সখন বাজায়। কিংবা সবার দৃষ্টির আড়ালে পড়ে আছে কোনও পুরোনো পিয়ানোর দোকানে। কিংবা হয়তো নাৎসিরা ওটিকে জ্বালানি কাঠ হিসেবে ব্যবহার করেছে। কে জানে? ■

Bibliography

Einstein : his life and universe: by Isaacson, Walter (Simon & Schuster, New York)

Einstein: A Biography: Neffe, Jürgen; (Translated by Shelley Frisch); (Farrar, Straus and Giroux, New York)

My Autobiography: Charles Chaplin (Plume, New York)

ALMADINA

Al Madina Halal Market

5345 Jimmy Carter Blvd Ste. C
Norcross, GA 30093

HALAL

Open Daily!!! – Serving the community since 2000

Restaurant – Halal Meat – Groceries – Bakery – Gift Sho

10% off on $100 Purchase

Fresh Halal Meat, Lamb, Goat, Chicken

Hand processed and cut daily. No added hormones or preservative

Large Variety of Middle Eastern, Indo-Pak & European products

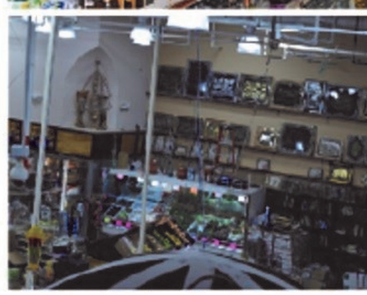

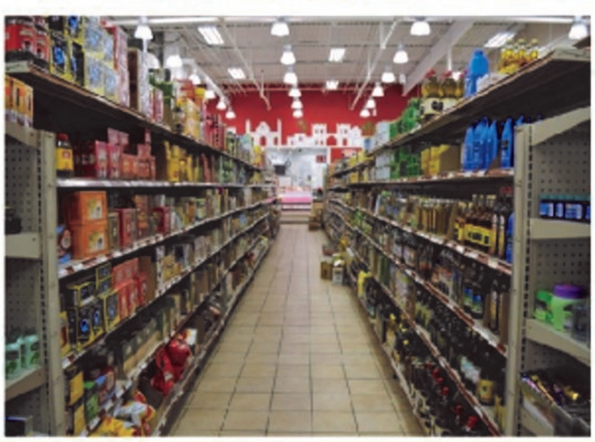

Al Madina Halal Market

5345 Jimmy Carter Blvd, Suite C Norcross. GA 30093

Order By Phone: 770 300 0772

10% off $100 grocery

Al Madina Halal Market

ALMADINA

International Restaurant

5345 Jimmy Carter Blvd
Ste. C
Norcross, GA 30093

10% of $100

Cooked fresh daily

FAST FOOD RESTAURANT

Large varities of bakery product cooked fresh daily

BAKERY & SWEET FACTORY

ORDER BY PHONE

770-300-0772

5345 JIMMY CARTER BLVD., SUITE C•NORCROSS, GA 30093

পুণ্যস্নান

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

নিয়মিত গঙ্গায় ডুব দিতে যাওয়া প্রীতিলতা আর হৈমবতীর বহু কালের পুরোনো অভ্যেস। বিশেষ কোনো তিথি বা যোগ পড়লে তো যাবেনই। আবছা ভোরে বেরিয়ে পড়েন দুটিতে, ছোট পিতলের ঘটি একখানা কাপড় আর গামছা হাতে। কলকাতার বাড়িঘর আধবোজা চোখে সবে তখন শরীরের আড় ভাঙছে। রজনীর ক্লেদ অঙ্গে মেখে সরু গলিটা এলিয়ে আছে। বাজারের মেয়েদের মতো। রাতজাগা পথবাতি মাতাল চোখ পিটপিট তাকাচ্ছে। দুই বৃদ্ধা বড় সাবধানে পথ চলেন। দেখেশুনে, সামলেসুমলে। গলি পেরোলে বড় রাস্তা, তারপর বাস চলার চওড়া পথ, তারপর ফাঁকা বাসের কোলে চেপে হুহু করে কালীঘাট।

আজ প্রীতিলতা হাঁটু অবধি কাপড় তুলে এক দলা কফ পার হলেন, ম্যাগো, এত বৃষ্টিতেও রাস্তা একটু পরিষ্কার হল না গো!

হবে কি করে? পোড়ার মুখোরা ধোয়ামোছা থাকতে দেয় কিছু? দেখুন না, এই সকালেও কেমন এক নাদা হেগে রেখে গেছে!

গোড়ালি তুলে ডিং মেরে হাঁটছেন হৈমবতী। বৃদ্ধা দুজনকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন একজোড়া থপথপে ব্যাং। অনেক কসরত করে পার হতে হবে গলিটুকু। কাল রাতে আকাশ জোর একপশলা ঢেলেছে, এখনও সেখানে জমে আছে ঘোলা জল। আঁশটে গন্ধে ম ম করেছে চতুর্দিক। ছড়িয়ে থাকা নোংরা ন্যাকড়া, এঁটোকাঁটা, মানুষ-কুকুরের পায়খানা, সব মিলেমিশে একাকার। বহু দিন এ গলির সংস্কার হয়নি। জায়গায় জায়গায় ডুমো গর্ত। ঢেউ খেলে গেছে পিচ ঢালাই।

রাস্তার খানাখন্দ টপকে নাক থেকে কাপড় সরালেন দুজনে। ফুটপাথের বাসিন্দারা রকে উঠে যাওয়ায় রাস্তাটা একটু ফাঁকাফাঁকা আজ। পথকুকুরের দল যত্রতত্র গুটিয়ে পাকিয়ে শুয়ে। স্যাঁতসেতে আকাশ থেকে ভারি বাতাস এসে মাঝে মাঝে গতর নাড়াচ্ছে অলস মেজাজে। নিঝুম বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসছে ফ্যান চলার চাপা শব্দ। খোলা জানলায় লুটোপুটি খাচ্ছে পর্দারা।

বাসস্টপে পৌঁছে একটু দম নিলেন দুই বুড়ি। শেডের নিচে ঘুমোচ্ছে দু-তিনটে লোক। মাথা মুড়ি দিয়ে। উল্টো ফুটপাথে বসে ঘনঘন গা চুলকোচ্ছে পাড়ার জবা পাগলি। রাস্তার ঠিক মধ্যিখানে নাড়ীভুঁড়ি চটকানো একটা বেড়াল থেঁতলে পড়ে। সারা রাত জল খেয়ে শরীরটা ফুলে ফেঁপে ঢোল, রক্তমাংস লোম সব দলামালা। প্রীতিলতা আর হৈমবতী একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

- অলুক্ষুণেগুলো একটু জিরোনোরও জায়গা রাখে নি গো!

- একটু ঝরলেই শহরটা যেন নরক। এক সাথে রোজ সকালে গঙ্গাজলে ধোওয়া হত পথঘাট। কোথায় যে গেল সেই

সব দিন!

- ঝাঁট এখনও পড়ে। তবে ওপর ওপর। প্রীতিলতা মুখ বেঁকিয়ে তাকালেন আশেপাশে। তখনই ওদিকের ফুটপাথে নজর আটকাল। উল্টো মুখো একটা বাস থেকে নামল মেয়েটা।

প্রীতিলতার ঠোঁটে পলকা ভাংচুর, - মণ্ডলদের ছুঁড়িটা না!

হৈমবতী ঘাড় ঘুরিয়ে জরিপ করলেন, - এত সকালে খদ্দের ধরতে বেরিয়েছিল?

- সকাল নয় দিদি, বলুন রাত। অভিসার সেরে মহারানী এখন গৃহে ফিরছেন!

- ছ্যা ছ্যা, দিনটাই আজ খারাপ যাবে গো। হৈমবতী ফের কাপড় চাপা দিলেন নাকে, - ভোর না হতেই বেবুশ্যেটার মুখ দেখতে হল!

-কেমন চেহারা হয়েছে দেখেছেন মেয়েটার? কদিন আগেও কত জলুশ ছিল। অত্যাচার করে করে এখন পোড়া কাঠ।

দুই বুড়ির পাশ কাটিয়ে উদাসভাবে মোড় ঘুরে গেল মেয়েটা। বাসি চুল তার এলোমেলো, ফোলাফোলা চোখের নিচে গাঢ় কালি, রংজ্বলা শালোয়ার-কামিজ লেপটে আছে দেহে।

হৈমবতী কটমট তাকালেন, -বেহায়ার বেহদ্দ। দু কান কাটা।

-ঝরনার বর বলছিল আজকাল নাকি খদ্দের ধরার জন্য ঢাকুরিয়া লেকে গিয়ে দাঁড়ায়।

-কান্তু বলে, ওর নাকি ঘরটরও ঠিক করা থাকে? খদ্দেরদের সেখানেই নাকি তোলে।

-কী ঘেণ্ণা বলুন তো দিদি? ভদ্রলোকের পাড়ায় এমন একটা নোংরা মেয়ে।

হৈমবতী থুক করে থুতু ফেললেন।

প্রীতিলতা গলায় বমি ওঠার আওয়াজ, -পাড়ার ছেলেদের একদিন ধরেছিলাম রাস্তায়। বলেছিলাম, ওরে তোরা কিছু করতে পারিস না? তা তারা বলে, পাড়ার মধ্যে তো কিছু করে না ঠাকুমা... তেমন নোংরামি দেখলে আমরাও কি চুপ মেরে থাকতাম?

-ওরা তো ওইসবই বলবে! উঠতি বয়সের ছোকরা সব, অমন একটা ডবকা ছুঁড়ি নাকের ডগায় নেচে বেড়ালে...

-পাড়াটা দিনদিন কেমন পাল্টে যাচ্ছে দেখেছেন? এই তো মুখুজ্জেদের সেজ বউটা শুনি দেওরের সঙ্গে...

-মেয়ে বউ কে এখন বাদ আছে দিদি? অনাসৃষ্টি অনাচারে ভরে গেল দেশটা? কারুর এতটুকু পাপবোধ নেই গো?

একটা সরকারি বাস এসে দাঁড়িয়েছে। কথা বলতে বলতেই দুই বৃদ্ধা সেঁধিয়ে গেলেন বাসের খোলে। নির্জন রাস্তা চিরে ছুটছে বাস। ফাঁকা সিটে গুছিয়ে বসে দুই বুড়ি ভাড়া বার করছেন। বন্ধ শার্সির ঝনঝন শব্দের সঙ্গে ইঞ্জিনের আওয়াজ মিশে কানে প্রায় তালা লাগার জোগাড়। দরজা দিয়ে ছুটে আসছে কনকনে জোলো বাতাস।

প্রীতিলতা সরে বসার চেষ্টা করলেন একটু, -আমার মনে হয় ঢালবে আকাশ।

- নামুক! নামুক! সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক! হৈমবতী হাতের মুঠোয় টাকা চেপে আঁচলের গিঁট শক্ত করে বাঁধলেন।, -ভগবান নেয়ও না আমাদের? আরও কত কী যে দেখতে হবে?

-যা বলেছেন। অসভ্য বেহায়াদের যুগ এটা। ওই মেয়েটাকেই দেখুন না। দাদা যাহোক একটা বিয়ে তো দিয়েছিল! তুই ঘর করতে পারলি না, বছর ঘুরতে না ঘুরতে ফিরে এলি। তোরই তো চরিত্তির...

-নাগো দিদি, মেয়েটা আগে এরকম ছিল না। প্রীতিলতার গলা আচমকা নরম যেন, -এইটুকু থেকে ত দেখছি... বাপ মা মরা মেয়ে, দাদাটা পাঁড় মাতাল, বউদিও শুনি খুব দজ্জাল... খেতে পরতেও দিত না। বিয়ে দিয়েছিল এক লম্পটের সঙ্গে। তা সে হারামজাদাও নাকি মারধোর কত খুব। আরেকটা মাগীর সঙ্গে পিরীত করে এটাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে।

-লেখাপড়াও তো শেখেনি কিছু।

-শিখলে কি এই গতি হয়? তবে বিদ্যেবতী মেয়েবউও তো দেখছি অনেক। গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ।

-হক কথা। আনমনা হয়ে গেলেন হৈমবতী। লেখাপড়া জানা মেয়েদের অবজ্ঞা আর অবহেলা সম্বল করেই তো তাঁর এখন বেঁচে থাকা। সেই যুবতী বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, এঘাট সেঘাট ঘুরে শেষবেলায় এসে ঠেকেছেন ভাইপোদের সংসারে। আত্মীয়-পরিজনের হেঁসেল ঠেলেই তো জীবন কেটে গেল। ভাইপো দুটোর তাও পিসির ওপর টান আছে। হাজার হোক, পিসির হাতেই তো মানুষ। দুই বউ মিলে তাদের মাথা চিবোচ্ছে। আগেকার দিন হলে... শাশুড়িই হোক কি পিসি শাশুড়ি, কারোকে অভক্তি অবহেলার জো ছিল না। এখন তাঁর দুই ভাইপো বউ তাঁকে উল্টো ট্যাঁকে গোঁজে। পিসি নাকি বাতিকগ্রস্ত, হিংসুটে, দিনরাত নাকি এঁটোকাঁটা নিয়ে খিটমিট করছে। তা তোরা সব অনাচার করবি, চোখের সামনে দেখেও সয়ে যেতে হবে? ভাইপো দুটোও আজকাল তালে তাল দেয়।

হৈমবতী চোখের কোলে জলীয় বাষ্প। প্রীতিলতার স্পর্শে

চমকে তাকালেন।

-কী ভাবছেন দিদি? ভাইপো বউরা আবার মুখ করেছে তো?

-ও তো দিদি নিত্যদিনের ব্যাপার। হৈমবতী ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন, -ভাবছি, মরণ এত দেরি করছে...? আর কতদিন এই যন্ত্রণা পোয়াতে হবে?

এত ভেঙে পড়ছেন কেন দিদি? আমার অবস্থা ভাবুন তো। প্রীতিলতা আলতো হাত রাখলেন হৈমবতীর ঊরুতে, -আপনার তো তাও কপাল ভাল, বিধাতা দিয়ে কাড়েননি। আর আমার? ছ ছটা ছেলের একটাও বাঁচল না। জন্মেই মরে গেল। রাগে দুঃখে কর্তা আবার বিয়ে করল। সতীনের ঘর করার যে কী জ্বালা, যে করেছে শুধু সেই জানে। রাগ করে চলে এলাম বাপের বাড়ি। এক ঝিগিরি থেকে আরেক ঝিগিরি। কর্তাও আর নিতে এল না। আমার মতো দজ্জাল মুখরা মেয়েমানুষ নিয়ে নাকি ঘর করা যায় না। তা সেউ লক্ষ্মীমন্ত বউও তো কপালে সইল না তোমার। সেই থেকে একবার এ ভাইয়ের রাঁধুনি হই, তো ও ভাইয়ের দাসী-বাঁদী। বোনঝি এখন কেন এত আদর করে রেখেছে বোঝেন তো? দুটিতে চাকরি করতে বেরোয় যে! সারাদিন তাদের কচিটাকে সামলাবে কে?

-হুঁ। আয়া রাখতে অনেক খরচ। তার ওপর আছে বিশ্বাসের ব্যাপার...

কালীঘাট এসে গেল। চোখ ছলছল দুই বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন। রাস্তায় নেমে কোমর টান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন দুজনেই। পূর্ণিমা-আমাবস্যায় বাতের ব্যথা বাড়ে যে।

*** *** ***

সেই যে সেদিন বৃষ্টি নামল, তারপর একটানা শুধু বর্ষা আর বর্ষা। বারিধারার তোড়ে কলকাতা একেবারে ডুবুডুবু। প্রীতিলতা হৈমবতী দুজনের বাড়িতেই জল উঠেছিল। এঁদো গলি জুড়ে এক কোমর। শেষে দিন আষ্টেক পরে এক ফালি ঝকঝকে রোদ উঠতেই দুপুরে নাতনিকে ট্যাঁকে করে বেরিয়ে পড়লেন প্রীতিলতা। হৈমবতীর সঙ্গে কদিন গল্প না করে পেট ফুলছে যে!

-ও দিদি, খবর শুনেছেন? মণ্ডলদের মেয়েটার নাকি খুব অসুখ?

-মরুক। ও মরুক। ও মেয়ের মরাই উচিত।

-এবার বুঝি সত্যিই মরবে। রথীনের বউ বলছিল, কী সব খারাপ রোগে ধরেছে।

-সে কী? আমি যে শুনলাম মেয়েটার পেট হয়েছে?

-সে তো হয়েইছে। হৈমবতীর চোখ-নাক-মুখ একসঙ্গে কথা বলে উঠল, - সঙ্গে খারাপ রোগও। পাশের বাড়ির খুকু বলছিল, এই কদিনেই নাকি শয্যা নিয়েছে।

-কই, সেদিন তো দেখে এতটা বোঝা যায়নি।

আমিও তো তাই বললাম খুকুকে। তা খুকু বলে ওই রোগ নিয়েই নাকি ও বেরোত। কদিন ধরে আর ওঠার ক্ষমতা নেই। চাকাচাকা ঘা বেরিয়েছে গায়ে। এখন শুনছি দাদাই নাকি বোনকে লাইনে নামিয়েছিল।

-সে কি গো? আমাদের কালে বাপ ভাইরা ঝিগিরি করালেও ঠাঁই দিত ঘরে। দুমুঠো ভাত দিত। এখন নিজের অন্ন নিজেকেই উপার্জন করতে হয়।

-নুড়ো জ্বেলে দিই এমন যুগের মুখে। প্রীতিলতা আর দাঁড়ালেন না। নাতনিকে সাপটে তুলে ফিরেছেন বাড়ি। বুকটা হঠাৎ ঢিপঢিপ। নাতনিকে দুধ খাইয়ে তাড়াতাড়ি গেলেন রান্নাঘরে। আজ ঝরনাদের জন্য ভাল জলখাবার করে রাখবেন। তাকে দুবেলা খেতে পরতে দিচ্ছে ঝরনা। মুখঝামটা একটু বেশিই দেয়। তা দিক, কে আর তার সঙ্গে মধু ঝরিয়ে কথা বলছে?

রাতে সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন প্রীতিলতা। পাঁকভর্তি এক পুকুরে পড়ে হাসফাস করছেন। চারিদিকে নিকষ আঁধার। পেটের ভেতরে এক শিশু হাত পা ছুঁড়ছে। শিশুটা লাফিয়ে উঠে মিলিয়ে গেল। পতপত উড়ছে সাদা থান। আবার অন্ধকার, আরও ঘন। আচমকা আঁধার ফুঁড়ে এক উনুন আঁচ। প্রীতিলতা কড়া হাতা খুন্তি খুঁজছেন। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, খাওয়াপরা দিতে পয়সা লাগে না? ওটা কার গলা? বাবার? দাদার? নাকি কর্তাই কণ্ঠস্বর? প্রীতিলতা ছটফট করে উঠলেন। দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পারলেন না। হঠাৎ নিজের দিকে চোখ পড়তেই কাঁপছেন থরথর। আতঙ্কে। তার গা হাত ভর্তি দগদগে ঘা।

আঁধার ঘরে, ঘুম ভাঙার পরেও, অনেকক্ষণ চোখে লেগে রইল স্বপ্নটা। আলো ফুটছে, আসছে ভোর। সকালের মুখে বেশ ঠাণ্ডাঠাণ্ডা থাকে এখন, তবু ঘামে জ্যাবজেবে হয়ে গেছে গোটা শরীর। বিছানা ছেড়ে উঠে প্রীতিলতা জল দিলেন মুখেচোখে। তারপর দরজা খুলে বেড়িয়ে এলেন বাইরে। নিঃশব্দে।

*** *** ***

মেয়েটির মাথার পাশে বসে আছেন হৈমবতী। প্রীতিলতা ঘরে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন দরজায়।

গঙ্গাস্নানের সঙ্গিনীকে দেখে হৈমবতী যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন সামান্য। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, -ও, আপনিও এসে গেছেন!

প্রীতিলতা যেন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছেন।

এখনও। জবাব না দিয়ে বসে পড়লেন মেয়েটির কাছে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে মেয়েটা। তার দুগাল বেয়ে দুটো মোটা জলের দাগ।

হৈমবতী মলিন হাসলেন, -মেয়েটার জন্য সারা রাত খুব মন খারাপ লাগছিল। শুনলাম দাদা নাকি একতলার এই ঘরে চালান করেছে মেয়েটাকে। বউদি নাকি খাবার ছুঁড়ে দিয়ে যায়।

প্রীতিলতা ঢোঁক গিললেন, -এখন আছে কেমন?

-কথা বলতে পারছে না। রোগ কামড় বসিয়েছে জোর। গুরুদেবের আশ্রম থেকে কিছু টোটকা এনে দিলে...

-আমিও তাই ভাবছিলাম। প্রীতিলতা স্বাভাবিক হচ্ছেন ক্রমশ। বিড় বিড় করলেন, - দাদা নিশ্চয় ডাক্তার দেখায়নি?

-না, নিয়মরক্ষেটা করেছে বোধহয়। এই তো এখানে কয়েকটা ওষুধ আর মলম রাখা। তা মলম কে লাগাবেটা শুনি। কেউ তো কাছে ঘেঁষছে না।

-কই, দিন দেখি মলমটা আমার হাতে।

প্রীতিলতা যত্ন করে মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন ঘায়ে। হৈমবতী মাথার বালিশখানা তুলে দিলেন ভাল করে। কপাল ছুঁইয়ে তাপ দেখলেন। অস্ফুটে কী যেন বলে উঠল মেয়েটা। বোঝা গেল না ঠিকমতো। সারা শরীরই তার ফুলে উঠেছে। চোখের নিচে চাপচাপ কালি। জড়ানো গলায় একবার যেন ডেকে উঠল, -মা, মাগো...

প্রীতিলতা-হৈমবতী একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন, - শোন রে মেয়ে, ভয় পাস না। আমরা তোর কাছে আছি। তুই ঠিক সেরে উঠবি।

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

-এই দ্যাখো, কাঁদিস কেন? এখন একদম কান্না নয়। লড়াই করতে গিয়ে চোখের জল ফেললে চলে?

তবু কাঁদছে মেয়েটা। দুই বৃদ্ধা এবার মেয়েটার মুখের কাছটিতে নামিয়ে আনলেন মুখ। প্রায় কোরাসে বলে উঠলেন, -পেটেরটাকে বাঁচাতেই হবে রে। খবরদার, ওটা যেন নষ্ট না হয়।

দিন উজ্জ্বল হচ্ছে ক্রমশ। মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে নিঃসাড়ে ঘর ছাড়লেন দুজনে। বাইরে এসে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন।

প্রীতিলতা বললেন, -চলুন দিদি, এবার গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

হৈমবতী চোখ রাখলেন প্রীতিলতার চোখে। ঘাড় দুলিয়ে বললেন, -আমিও তাই ভাবছিলাম। এখন আর গঙ্গাস্নান না করে ফেরা যায় না।

পথের সব ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাসরাস্তায় এসে দাঁড়ালেন দুই বুড়ি। ■

Put quarter page anonymous donor ad

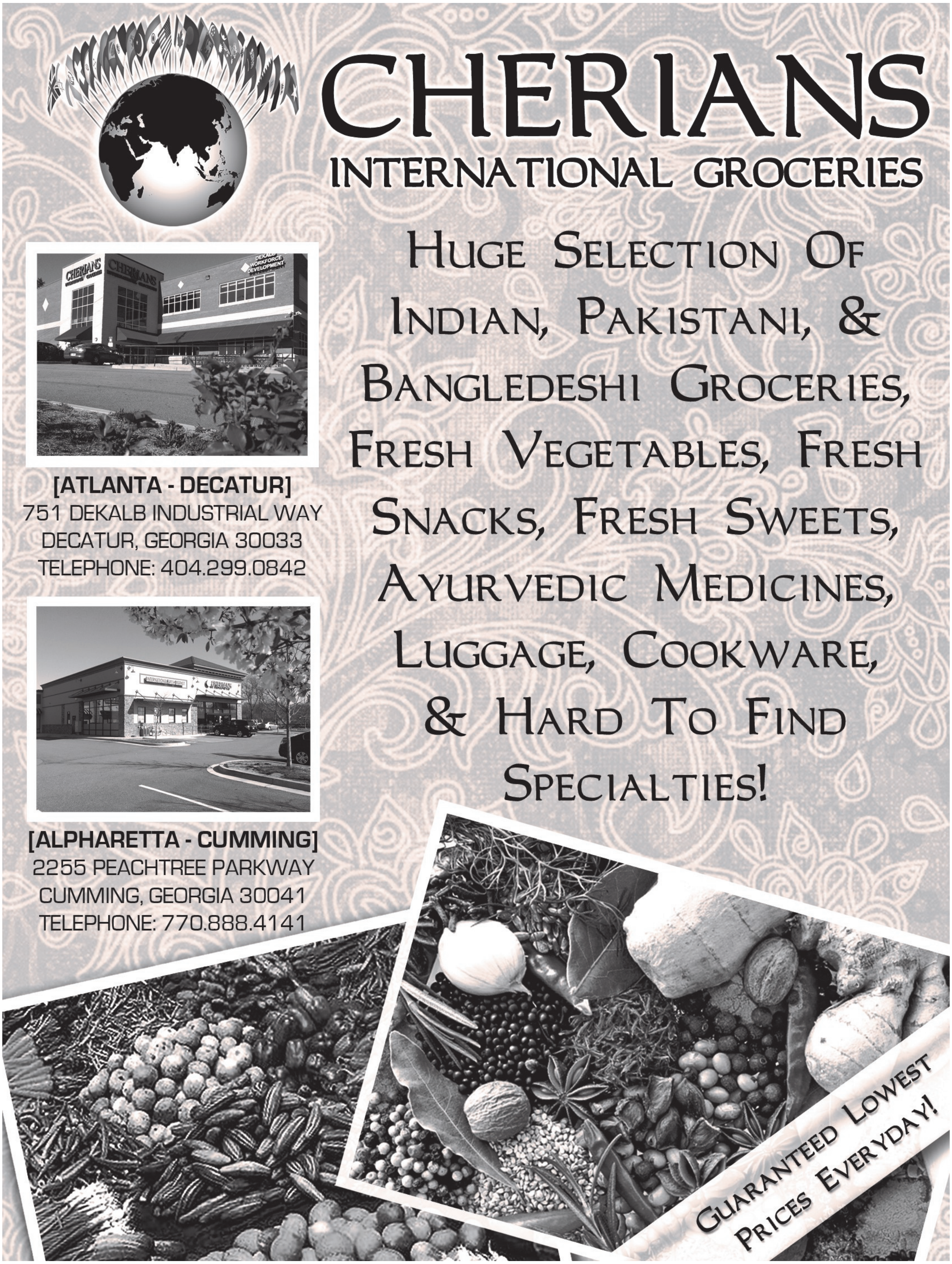

CHERIANS
INTERNATIONAL GROCERIES
Huge Selection Of Indian, Pakistani, & Bangledeshi Groceries, Fresh Vegetables, Fresh Snacks, Fresh Sweets, Ayurvedic Medicines, Luggage, Cookware, & Hard To Find Specialties!
[ATLANTA - DECATUR]
751 DEKALB INDUSTRIAL WAY
DECATUR, GEORGIA 30033
TELEPHONE: 404.299.0842
[ALPHARETTA - CUMMING]
2255 PEACHTREE PARKWAY
CUMMING, GEORGIA 30041
TELEPHONE: 770.888.4141
Guaranteed Lowest Prices Everyday!

Discount RATES without discount SERVICE.

It's no accident more people trust State Farm to insure their cars.
Call today.

Richard E. Schmidt CPCU, Agent
3340 Sugarloaf Parkway, Suite B
Lawrenceville, GA 30044-5478
Bus: 770-339-7950
richard.schmidt.jm5a@statefarm.com

LIKE A GOOD NEIGHBOR STATE FARM IS THERE.®

Providing Insurance and Financial Services

P040034 12/04

State Farm Mutual Automobile Insurance Company (Not in NJ), Bloomington, IL

বসন্তবিলাস

অনিল চক্রবর্তী

লরেন্সভিল, জর্জিয়া

উঃ এবারে কি শীতটাই না গেল! জানি, জুন/জুলাই মাসের ৯০° ৯৫ছুঁই ছুঁই, পূর্ণমাত্রায় এয়ার কন্ডিশান চলা দিনগুলির মাঝে বসে শীতের সেই দিন গুলোর কথা আর ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু বসন্তের মুখ চেয়ে আমরা কেন যে এত উন্মুখ হয়ে থাকি তা বুঝতে গেলে শীতের সেই হাড়কাঁপানো মাসগুলোর কথা ভুললে চলবে কি করে, যে সময় সকলেই মনে মনে Shellyর মত আশাবাদী হয়ে বলি – if winter comes, can spring be far behind? ২০১৪ সালের শেষ কয়েকটা মাস আর ২০১৫র প্রথম তিনটে মাস কেমন কেটেছিলো জানার জন্য আমার মুস্কিল আসান হ'ল সদা-জাগরুক গুগুলের ওয়েবসাইট।; ওটাতে এই সময়ে শীতের ইতিহাসের খোঁজ চাইতেই মুহূর্তের মধ্যে কত যে তথ্য বেড়িয়ে এল যাতে আশ্চর্য্য না হয়ে পারলাম না। তার মধ্যে একটা হ'ল পাশের এই ম্যাপটা – ওই সময়ে গোটা আমেরিকা জুড়ে যে তুষার পাত হয়েছিলো এবং তার পরিমাণ স্বাভাবিক থেকে বেশী (লাল ডট) না কম (নীল ডট) দিয়ে দেখানো হয়েছে। এর থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে সাধারণত যে সব অঞ্চলকে বরফের রাজত্ব বলে আমরা মনে করি, যেমন আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম এবং হার্টল্যাণ্ড, তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে ইষ্ট কোষ্টের এই সময়ের তুষারপাত। আরও কয়েকটা তথ্য পেশ করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ২০১৪-১৫ সালে ওয়েষ্ট কোষ্টের কিছু কিছু অঞ্চল সব চেয়ে বেশী গরম ও সব থেকে কম তুষারপাতের রেকর্ড করেছে আর ইষ্ট কোষ্টের রেকর্ড ঠিক তার উল্টো।

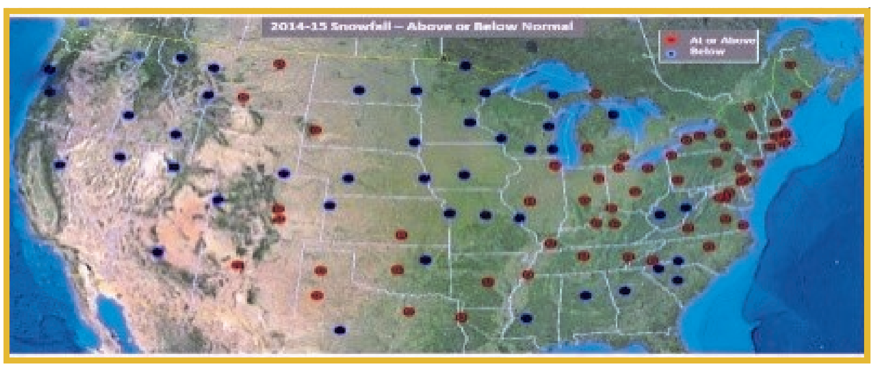

আরও যে সব রেকর্ড হ'য়ে গেছে তা হ'ল –

— · · সালের পর আমেরিকায় এত ঠাণ্ডা নভেম্বর কখনো হয় নি; Wyoming এ ১লা নভেম্বর তাপ ছিল ৭২°, আর ১২ তারিখে (-) ২৭°, মানে দু সপ্তাহের মধ্যে ৯৯°র অবিশ্বাস্য উঠাপড়া; Boston দেখল রেকর্ড ১১০.৬" স্নো; California র স্নো ঘাটতি প্রায় ১৩৩"; Anchorage (Alaska)য় সারা শীতকালে ৪"র বেশী স্নো পড়ে নি। এইরকম কত কিছু খবর পাওয়া গেল weather channel historian এর সৌজন্যে! বোঝাই যাচ্ছে, সদ্যপ্রয়াত শীতকালটা ছিল মনে রাখার মত।

জর্জিয়াতে অবশ্য আমাদের কপাল ভাল – স্নো নিয়ে আমাদের অত মাথাব্যাথা নেই, যদি না তা ২Aর বেশী হয়। তাও হয়েছে ২৯শে জানুয়ারী, ২০১৪র সেই ভয়ঙ্কর দিনটার জন্য। দুর্মুখেরা বলে সেদিন নাকি আটলান্টার মেয়র ও জর্জিয়ার গভর্নর সে দিন পরস্পরের পিঠ চুলকুনিতে যে সময়ে ব্যস্ত ছিলেন সেই অবসরে মাত্র ২Aর কাছাকাছি স্নো পড়ে আটলান্টার নাগরিকরা যে কেমন নাস্তানাবুদ হয়েছিল তা কি তারা সহজে

ভুলবে! এখন সবাই এমন শিক্ষা পেয়েছে, যে এখন ১Aর বেশী স্নো পড়ার সম্বাভাবনার কথা শুনলেই জর্জিয়ার গভর্নর থেকে মেয়রের ঘুম ছুটে যায়। তবে স্নো না পড়লেও শীতের প্রকোপ চলেছিল নভেম্বর থেকে প্রায় মার্চের শেষ পর্য্যন্ত এবং বেশ কয়েকদিন পারদ শূণ্য বা তার তলায় নেমেছিল এ কথা মনে আছে।

সারা শীতকালটা জুড়ে প্রকৃতির করুণ বৈরাগী রূপ বেশ মন খারাপ করিয়ে দেয়। বাড়ীর চারদিকে সারা বছরের সবুজ ম্যানিকিউর করা বারমুডা ঘাসের লনের বাদামী হয়ে যাওয়া, pansyর মত শীতসহিষ্ণু ফুল গাছগুলোর নতমস্তকে বাগানের রিক্ততা ভরানোর বিনম্র চেষ্টা আর যত দূর চোখ যায় pineএর মত চিরহরিৎ কিছু গাছ ছাড়া বড় বড় সব গাছগুলোর পাতা বিহীন এক নিঃস্ব রিক্ত মূর্ত্তি – সব মিলে যে আবহ সৃষ্টি হয় তা আমাদের বসন্তের আগমনের জন্য উন্মুখ করে রাখে। সুর্য্যের গতিবিধির সঙ্গে তাল রেখে ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী আমাদের বসন্ত আসে বিশে মার্চ, কিন্তু যে সব ছোট বড় গাছ প্রথম বসন্ত এসে মনে করে নতুন পাতা, ফুল বা কুসুমিত কুঁড়ির মাধ্যমে তার আগমন বার্ত্তা জাহির করে, তারা চলে তাপমাত্রার ওঠাপড়ার নির্দেশে। তাই অনেক সময় দেখা যায় বিশে মার্চের কাছাকাছি কয়েকদিনের গরমের আভাষ পেলেই অনেক গাছে হুড়মুড়িয়ে নতুন পাতা বা কুঁড়ির আবির্ভাব ঘটে। নিষ্করুণ প্রকৃতির খেয়ালে কয়েকদিন পরেই হটাৎ ঠাণ্ডা পড়ে তারা আবার নিঃশব্দে ঝড়েও পড়ে।

যাদের বাগানের শখ আছে তাদের এখন থেকে পরের কয়েকটা মাস ব্যস্ততার সময় শুরু হ'ল। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাড়ীর ভেতরে যে সব গাছের স্থান হয়েছিল, আবার তাদের সময়মত বাইরের বাতাস ভোগ করার ব্যবস্থা করা বেশ একটা কাজ। তার ওপর আছে নার্সারী ঘুরে ঘুরে নতুন বছরের ফুলের গাছ, সবজীর বীজ, গাছের সার, ফুলের টব কেনা – সব মিলিয়ে এক ধুন্দুমার কাণ্ড। সেটাই হ'ল তাদের আনন্দ। যারা আগের বছর বাল্ব পুঁতে রেখেছে তাদের পুরস্কৃত করেছে বসন্তের প্রথম-চোখ-মেলে-চাওয়া crocus, daffodil আর tulip এর মত ফুলেরা। আমার তো এদের কোনটাই নেই, তবে যেটা আছে সেটা হ'ল মেলবক্স জড়িয়ে ওঠা clementine। সারা শীতকালে এর অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়০ কিন্তু বসন্তের জীয়নকাঠির ছোঁয়া পেয়েই এটা কিরকম পাতায় ও বড় বড় পিঙ্ক রঙের ফুলে ভরে ওঠে! গত বছরের Pansy যাই যাই করেও টিঁকে থাকে আরও কিছুদিন, কিন্তু তার মধ্যেই টবে ও মাটিতে নতুন কি ফুলের গাছ পোঁতা হবে তার প্ল্যানিং শুরু হয়ে যায় জোরকদমে। সকলের মত আমার বাড়ীতে ঢোকার রাস্তার দুদিকে বাড়ী-ঘেঁষা দুটো ছোট প্লট, ল্যাণ্ডস্কেপিঙের বড় গাছগুলো অতি কৃপণভাবে দুটো ততোধিক ছোট জায়গা ছেড়ে দিয়েছে যাতে আসা যাওয়ার পথের ধারে প্রতি বছরে নতুন নতুন বাৎসরিক ফুল দিয়ে ভরাতে পারি। এছাড়া, কিছু টব তো আছেই। যেমন এ বছর লাগিয়েছি dahlia (লাল ও হলদে), cosmos (বাহারী), salvia, snapdragon, portulaca, cossandra, petunia, geranium, impatiens, kalanchoe ইত্যাদি দিয়ে। Gerbera daisy বা cockscomb (যাকে বাংলায় মোরগঝুঁটি বলে) যদি বাৎসরিক বলে মনে করে লাগান, যেমন আমি করেছিলাম, মনে রাখবেন দু/এক বছর বাদেই তারা সত্যিকারের বাৎসরিকদের বিনা যুদ্ধে নাহি দিবে সূচ্যগ্র মেদিনী। তখন সেদিকে নতুন ফুল লাগিয়ে নতুন রঙ খেলানোর কথা আর ভাবতে পারবেন না।

বসন্তর শুরু থেকে বাড়ীর পেছনের মাটিতে শুরু হয় আরও একটা যজ্ঞ। নিজের হাতে শাক-সব্জী করায় যে আনন্দ সেটা যারা এ রসে রসিক নয় তাদের বুঝিয়ে বলা যাবে না। বসন্তের প্রথমে মাটি খুঁড়ে, সার দিয়ে সরাসরি বীজ, নার্সারী

থেকে কেনা গাছ অথবা সময় সময় সম-রসাস্বাদীদের সঙ্গে ভাগ করা চারা পুঁতে আমাদের যাত্রা শুরু হয়।। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই এ পথের পথিক। নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করে এরা ঠিক করে নেয় এবারের বাগানটা কেমন হবে। দেখতে দেখতে রোদের যাদুকরী ছোঁয়া, মাটির শ্যামল পরশ ও জলের সিক্ততা শুষে নিয়ে আমাদের পোঁতা বীজ বা চারা মাটির সজ্জা ছেড়ে বেড়ে উঠে কেমন করে মাটিকে কি এক অপূর্ব সাজে সাজিয়ে তোলে! প্রতিটি গাছের প্রথম ধরা কলি মনে রাখার মত। অনেকেই এক একটা মাচা তৈরী করে বছরের পর বছর ব্যবহার করে। বেগুন বা ঢেঁড়স ছাড়াও যেগুলো বাগানীদের কাছে সাধারণতঃ জনপ্রিয় তা হ'ল। টমেটো, উচ্ছে বা করলা, লাউ বা কুমুড়ো, বীন, বেল্‌পেপার এবং নানা ধরণের ঝাল লঙ্কা। গত বছরে নিজের বাগানের অল্প কয়েকটা করা বীট্ খেয়ে আমি নিজে এত মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম যে এ বারে একটু বেশী করেই বীট লাগিয়েছি। তবে বাগান যখন শুরু করা গেছে তখন সীম বা পুঁই শাক বা লাল শাকের কথা ভুললে চলবে কি করে! আজকাল অরগ্যানিক শব্জীর বেশ চল হয়েছে। দোকানে গেলেই দেখা যায় এরা জাতে কুলিন, কেননা এদের দাম বেশী। ওই লেবেলটা লাগাতে পারলেই জাতে ওঠা গেল – কুলিনত্ব কে বা আবার ঘেঁটে দেখছে! নিজের বাগানের শাকসব্জী তো বিনা দ্বিধায় অরগ্যানিক কারণ আমরা সাধারণতঃ কোন কেমিক্যাল ব্যবহার করি না। সুতরাং সে উপকার পেতে হলে নিজের বাগান নিজে করাই বাঞ্ছনীয়। সাজাও বাগানখানা নিজের মনের মত করে! দেখো, কুসুমে কুসুমে কেমন তিনি তাঁর চরণচিহ্ন অলক্ষ্যে রেখে যান!

বাগানে কাজ করতে গিয়ে বোঝা যায় বসন্তের আগমনে ধরণী কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেছে! রিক্ত গাছের শাখায় শাখায় নতুন পাতা বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় কাদের অশান্ত আনাগোনা! প্রথমে একটা দুটো – তার পরই ঝাঁকে ঝাঁকে! কিছু কিছু অবসরপ্রাপ্তদের মত শীতের সময় এরা চলে যায় ফ্লোরিডা, টেক্সাস বা আরও দূরের কোন গরম রাজ্যে, প্রাণের দায়ে। কিন্তু জন্ম যাদের এখানে তারা কি এ মাটির টান ভুলতে পারে! তাই তারা এ সময় ফিরে ফিরে আসে নীড় বাঁধতে, গান শোনাতে আর আমাদের মন ভোলাতে! কত রকমের পাখী যে আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি ঘুরঘুর করে তা জানতে পারলাম কয়েক বছর আগে একটা প্লাস্টিকের টিউবে কিছু পাখীর খাবার ভরে আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের মাঝখানে একটা রড থেকে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর। ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধচোখে সময় কাটানোর এক আবহ সৃষ্টি হয়ে গেল। তার সঙ্গে যদি একটা humming bird এর স্টেশন ঝুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে গরমের শেষ দু/তিনটে মাস এই ক্ষণস্থায়ী, চিরচঞ্চল, রসপিপাসী, বর্ণবিচ্ছুরী ছোট ছোট পাখীগুলোকে দেখে মন ভরে যাবে। এরা সত্যিই বলতে পারে – আমি চঞ্চল হে! খাবার জন্যো ওদের বসার সময় নেই! ছোট্ট ডানা দুটো প্রায় অবিশ্বাস্য বেগে নেড়ে ক্ষণিকের জন্য থেমে লম্বা জিভ ঢুকিয়ে খেতে না খেতে ছুট্ ছুট্। কে যে এদের তাড়া করে বেড়ায় জানি না। তবে ছোট হলে কি হবে, সবাই দেখি এদের সমীহ করে চলে! ছোট বড় কাউকেই এরা নিজেদের খাবারের কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

আমার ব্যাকইয়ার্ডে যাদের প্রথমে ও সবচেয়ে বেশী দেখতে পাই তা হ'ল swallow। এদের মধ্যে রূপভেদ ও রকমভেদ অনেক আছে। আমার সান্‌রুমে বসে হাতে একটা পাখীর বই, একটা বাইনোকুলার আর একটা ক্যামেরা নিয়ে পাখীর স্টেশনটার দিকে তাকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিই। তাও সব পাখীকে এখনও চিনতে পারিনা। কতকগুলো তো খুব সহজে চেনা যায়; যেমন, mourning dove – এদের মধ্যে ভারী একটা শান্ত ভাব আছে, মাটিতে বসেই কিরকম খুঁটে খুঁটে খায়। এবং মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত করুণ শব্দ করে। ভিটেয় ঘু ঘু চড়বের মত অমঙ্গলজনক প্রবাদে কেন এদের স্থান হয়েছে তা জানি না। রঙের দিক থেকে দেখলে male cardinal, golden finch, Robin, blue jay বা bunting দের কথা বলতেই হয়। তবে মন্ত্রমুগ্দ্ধ হয়ে গান শুনতে হলে mocking bird, chickadee আর warbler রা উল্লেখযোগ্য।

এবারে আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। একদিন বাগানের সামনে একটা shrub এর কাছে কাজ করছি – হটাৎ সামনের গাছের ওপর থেকে দুটো Robin বেজায় হট্টগোল

শুরু করে দিলো। পরে লক্ষ্য করলাম যে ওই ঘন বুশের মধ্য থেকে দুটো তখনও অসম্পূর্ণ ছোট ছোট পাখী মাটিতে পড়ল। একজন তো গাছে গিয়ে আশ্রয় নিল আর একজন ঢুকে গেল আমার গ্যারাজে। তাকে নিয়েই মা-বাবার চিন্তা। তাকে তাড়িয়ে সামনের ড্রাইভওয়েতে বার করতেই মা-বাবা দুজনেই কি এক অসীম মমতায় গাছ থেকে নেমে এল, দেখে আমার মনে হ'ল স্নেহের দিক থেকে এরা মানুষের চেয়ে কিছু কম যায় না। পরে গাছের ভেতর থেকে ওদের বাসাটা আবিষ্কার করলাম। এত কাছ থেকে একটা পাখীর বাসা দেখার প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল। ভাবা যায়, শুধু একটা ঠোঁট আর দুটো পা দিয়ে কিরকম নিপুণ করে বাসাটা গড়েছে!

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে যে ধারা বদল হয় তার মধ্যে বসন্তই বোধ হয় আমাদের সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করে। স্বাভাবিক ভাবে যারা হয়ত অলস এবং মাটি ঘাঁটাঘাঁটির কথা ভাবেন না, তারাও কেমন যেন এই সময়ে প্রেরণা পেয়ে যান। বসন্ত যেন বড় প্রদর্শণী খেলার ম্যানেজার, তাঁবু খাটিয়ে, হুইশল্ বাজিয়ে সব গেম শুরু করে দিয়ে গরমের হাতে শাক-সব্জী ও গাছগাছড়ার উত্তরাধীকার ছেড়ে দিয়ে সে ম্রিয়মান মুখে বিদায় নেয়! কত না ফুলের কুসুম তার চলার পথে পথে বিছিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না কয়েক মাস আগের সেই আবাহনই আজ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটানোর পরও রেফ্রিজারেটারে ভবিষ্যতের সংস্থান রেখে যায়। সেটাই বা কম কি!

Better Grades & Test Scores Start Here.

Pay only $20 for the C2 Academic Assessment & in-person review of the results* ($120 value)

- ✓ SAT · ACT · PSAT
- ✓ SSAT · ISEE
- ✓ State Testing
- ✓ College Admissions
- ✓ New SAT · New PSAT
- ✓ AP · IB Exams
- ✓ Study Skills
- ✓ Subject Tutoring
- ✓ Homework Help
- ✓ Summer Programs

C2 Hamilton Mill
2463 Hamilton Mill Parkway, Suite 205
Dacula, GA 30019
(770) 614-7708

C2 Johns Creek
3630 Peachtree Parkway, Suite 504
Suwanee, GA 30024
(770) 495-7756

C2 Medlock Bridge
9775-R Medlock Bridge Road
Duluth, GA 30097
(770) 495-8805

C2 Old Alabama
3000 Old Alabama Road, Suite 117
Johns Creek, GA 30022
(678) 867-2142

C2 Peachtree City
351 Commerce Drive
Peachtree City, GA 30269
(678) 489-4276

C2 Snellville
1850 Scenic Hwy, 115
Snellville, GA 30078
(770) 978-4350

C2 Sugarloaf
6555 Sugarloaf Parkway, Suite 301
Duluth, GA 30097
(678) 417-1300

C2 Suwanee
3463 A Lawrenceville Suwanee Rd, #103
Suwanee, GA 30024
(770) 614-3455

C2educate.com

C2 education
be smarter.

*New students only. Participating centers only. Expires 11/30/15. Copyright © 2015 C2 Education. All rights reserved.

HEARTS LINKED

(A RIGID LINK THAT KEEPS YOUR SMILE ON)

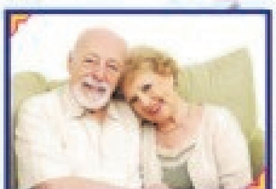

We are your reflections while you are away.

Our Mission :

We provide all essential and emergency services (365X24X7) to the close relatives of the NRIs within Kolkata.

- ✓ We render generalized and specialized services to our clients with warmth and commitment.
- ✓ Commitment and client satisfaction are our ultimate mantra.

About Us

We are a company where there is no mismatch between the promises given and the promises kept.

Contact Us

Phone : +918334885066 &
+918334885077
Email : support@heartslined.in
Website : www.heartslinked.in

HEARTS LINKED
97/2/1, Banomali Ghosal Lane, Monmohan ParkBehala
Kolkata - 700008

Our Products & Services

General Services

- Medical issues
- Tax and utility payments
- Personal documents, legal issues and banking
- Entertainment activities
- Transport service and ticketing
- Real estate property management
- Event management

Special Services

- Emergency services
- Specialized tuition and coaching
- Home delivery
- Astrological services

বিজনেস

পরাশর শর্মা

- নবা একটা দাঁও আছে মারবি নাকি ?

- দাঁও টা কি শুনি ?

- ঐ যে দীঘির পারের মুকুন্দ হালদার।

- ও বুড়ো তো অনেকদিন মরেছে।

সে তো সবাই জানে। কিন্তু বুড়ি তো এখনও মরেনি। একটা সাত ভরির হার নিয়ে বসে আছে। তিন ছেলের বউকে লোভ দেখাচ্ছে আজ তোকে দেব আর কাল ওকে দেব বলে। ঐ একটু সেবা টেবা পাবার আশায়।

আমাকে কি করতে হবে ?

শোন আমি সব খবর টবর নিয়ে এসেছি। বুড়ির ঘরে একটা সিন্দুক আছে। ওতে হারটা রাখা আছে। বুড়ি শোবার আগে দু এক গুলি আফিং চড়ায়। তারপর চাবিটা বালিশের তলায় রেখে শোয়। বুড়ি বাড়ির একদম শেষে বাগানের দিকের ঘরটায় শোয়। ঘরটা দোতালায় হলেও তেমন উঁচু নয়। জানালার নিচে ময়লার ডাবাটায় উঠে তুই হাত পেয়ে যাবি। বাড়ির বাইরের দিকের জানালাগুলো সব গ্রিলের। ওটাতেই কেবল পুরানো দিনের লোহার শিক। মনে হয় তেমন শক্তহবে না। তুই জানালা দিয়ে ঢুকবি। আমি বাগানের পেয়ারা গাছটার পাতার আড়ালে থাকব। একটা সিটিতে সাবধান আর দুটো সিটিতে বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে পড়বি।

তা তুই করছিস না কেন।

নবা আমার চেহারাটা দেখেছিস ? ঢুকতে গেলে অন্তত দুটো শিক বাঁকাতে হবে। তোর তো একটা বাঁকালেই চলবে। তারপর তোর ঠ্যাং গুলোও বেশ লম্বা। জানালা থেকে মেঝেতে পা পেতে কিছু অসুবিধা হবে না। আর কোন আওয়াজও হবে না। আমি সব ভেবে চিন্তেই প্লানটা করেছি। তারপর এ তল্লাটে তোর মত তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলতে কে পারে বল? এ ব্যাপারে তুই তো এক নম্বর। নবা ঢোটকা টা গিলল।

তা কাজটা কবে হবে।

পরশু। আমাবস্যার দুদিন আগে। আকাশে একটু আধটু আলো থাকবে। তোর দেখতে কিছু অসুবিধা হবে না।

এবার আমি সিকি ভাগে কাজ করতে পারব না।

কাজটা কর তোর পাওনাটা একটু বাড়িয়ে দেব।

আমার সঙ্গে এতদিন কাজ করছিস কোনদিন ঠকেছিস ? আরে এটা আমার বিচনেস।

কথামত পরশু রাত্রে নবা আর পানু কালো হাফ প্যান্ট আর কালো গেঞ্জি পরে এল। পেয়ারা গাছের পাতার আড়ালে বসে পানু বলল

নবা এগিয়ে যা সামনেই জানালা।

নবা চোর দেবতাকে নমস্কার করে এগিয়ে গেল। জানালার ঠিক নীচেই ময়লা ফেলার ডাবাটা দেখতে পেল। ডাবাটার দুপাশে পা দুটো দিয়ে দাঁড়িয়ে জানালাটা পেয়ে গেল। জানালার শিক দুটো ধরে জানালার কার্নিশে উঠে পড়ল নবা। জানালার কার্নিশে বসে টানাটানি করতেই একটা শিক অনায়াসে বাঁকিয়ে ফেলল। এ লাইনে নবার তো আর কমদিন হল না। পানুর কথাই ঠিক। শরীরটা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে মেঝেটা পেয়ে গেল। আকাশে একটু আধটু আলো থাকায় নবা দেখল বুড়ী মশারির মধ্যে শুয়ে আছে । আস্তে আস্তে মশারির দিকে এগোতে লাগল । কোথায় একটা খুট করে শব্দ হতেই বুড়ী বলল

কে নবা ?

নবার তো হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় । বুড়ী নামটা জানল কি করে ?

রোজ কেন এত ঘুরঘুর করিস, আমি কি জানি না ? তোর ভাই দুটোও করে ঐ হারটার লোভে ঘরে যখন এসেছিস তখন একটু পা টা টিপে দে বাবা । বাতের ব্যাথায় গেলাম ।

নবা আর কি করে বিছানার পাশে বসে মশারিটা একটু তুলে বুড়ীর পা টিপতে শুরু করল ।

শোন নবা আমি ঠিক করেছি তোর বৌ মানদা কেই হারটা দেব । ও পাড়ার কালি ময়রার মেয়ে । বড় ভালো মেয়ে । বিয়ের আগে ওর বাপ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত । হাতে করে নিয়ে আসত বড় বড় বেগুনি, আলুর চপ আর ফুলুরি । কি সোয়াদ এখনও মুকে নেগে আছে । বলত

মা একটু খান আপনার জন্য নিজের হাতে ভেজে নিয়ে এসেছি । আর আমার মানদাকে আপনার পায়ে একটু স্থান দিন । আমার পসনদো করা মেয়ে । ভাল তো হবেই । তুই একটু জোরে জোরে টেপ । ব্যাথাটা তো যাচ্ছে না ।

নবা জানে মুখ খুললেই ধরা পড়ে যাবে । তাই মুখ বুজে পা টিপতে থাকল ।

নবা তোকে যেটা বলা হয় নি। মেজ বৌ এর চরিত্রি টা ভালো নয়। ইসকুলে যে নতুন ম্যাসটার এসেছে তার সঙ্গে চিঠি চালাচালি করে। মেজ কাপড় শুকোবার নাম করে ছাদে যায়।আর ম্যাসটার বাগানে পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়ায়।পেয়ারায় মুড়ে ম্যাসটার চিঠি ছুঁড়ে দেয় ছাদে।মেজ ওর নেকা চিঠি ফেলে দেয় নীচে। তারপর চোকে চোকে কথা হয়। হাসা হাসি হয়। পাড়ার অনেকেই দেখেছে।কি বলব? বাড়ির বৌ হয়ে অন্য মিনসের সঙ্গে ছেনালি! অমন বৌ এর মুখে আগুন। আর তোর মেজ ভাই ক্যাবা, ওটা তো একটা ক্যাবলা চরন। নামও যেমন কাজও তেমন।বালিশের নীচে হাত বাড়াচ্ছিস কেন? চাবি ওখানে নেই। আমি তোদের জ্বালায় চাবি রোজ বালিশের তলায় রাখি না। নে এবার হাঁটুর কাছটা টিপে দে।

নবা কথা না বলে আবার টিপতে শুরু করল। আর ছোট বৌ এর কথা বলিস না। উনি আবার বিদ্যেধরী! মাধু (মাধ্যমিক) পাস।উঁচু মাধুতে (উচ্চ মাধ্যমিক) ফেল, তার দেমাক কত!রোজই একটা পদদো বলে,

টুংকি টুংকি লিটল স্টার – কি জানি বাবা বলতে পারব না। আর তোর ছোট ভাই গবা দাঁত বার করে হাসে। ভাবখানা এমন বৌ আর পাব না।

হটাৎ বাহির থেকে জোড়া সিটি। নবা বুঝল বিপদ।

তড়াং করে উঠে জানালার কাছে এল।

নবা, কোথায় গেলি কোমরটা যে বাকী রইলো।

নবা মনে মনে বলল নিজের কোমর নিজে টিপে নে বুড়ী।

বাঁকানো শিকটা আর একটূ ঠেলে জানালা দিয়ে বার হল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে সর্বনাশ। মশাল জ্বালিয়ে একদল লোক মড়া নিয়ে আসছে।জানালার কার্ণিশে বসে থাকলে নির্ঘাত দেখে ফেলতে পারে মশালের আলোয়।পড়ি মড়ি করে ময়লার ডাবাটায় ঝাঁপ দিল।মড়ার দলটা চলে যাবার পর পানু এসে ময়লার ডাবা থেকে নবাকে তুলল।সারা গায়ে পচা গন্ধ। সামনের পুকুরে চান করে বাড়ী যাবার সময় পানু জিজ্ঞাসা করল, কি রে পেলি?

বুড়ী খুবই ঘোড়েল।জেগে ছিল। চাবি রোজ বালিশের তলায় রাখে না। আজও রাখে নি। মাঝখান দিয়ে আমাকে দিয়ে আধ ঘন্টা পা টীপিয়ে নিল। তখন যদি আমার মাথায় আসত বুড়ীর বড় ছেলের নামও নবা।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। পানু আবার নবার কাছে এল।নবা আর একটা দাঁও আছে।মারবি নাকি?

তোর সঙ্গে আর দাঁও মারামারিতে নেই।গতবার বুড়ীটা পা টিপিয়ে নিল।আর আমি পেলুম কাঁচকলা।

শোন নবা বিজনেসে লাভ লোকশান আছে। কোন বার লাভ আর কোন বার লোকশান। এই ফুটবলের কথাই ধর, চূনী গোস্বামী গোলে চারটে শট মারলে কি চারটেই গোল হয়? গোল হয় তো একটা কি দুটো।আমাদের বিজনেসটাই

এরকম। আগে শোন। শুনলেই তুই রাজী হয়ে যাবি।একদম নগদ নারায়ন। কড় কড়ে নোট।

বলেই ফেল।

কানাই মাইতিকে চিনিস।

ওই সুদখোর মাইতি।

ওর এখন নাম হয়েছে চশমখোর মাইতি।

যাক ওসব কথা। কাজের কথা বলি। চশমখোর ছেলের বে দিচ্ছে। দিচ্ছে আরামবাগের ঘড়াই বাড়ীতে। ঘড়াই এর তিনটে তেলকল। অনেক জমি জায়গা। ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে। পণ হেঁকেছে পঞ্চাশ ভরি সোনা আর পঞ্চাশ হাজার নগদ। নগদটা আবার আগাম দিতে হবে। পরশু ঘড়াইমশাই আসছে নগদটা দিতে। আর ওইদিনই চশমখোর যাবে ঐ টাকা নিয়ে বাজার করতে কোলকাতায়। ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। এদিনই পাশের গ্রামে এ বছরের হিট যাত্রা, "বেদের মেয়ে কামিনী।" অভিনয়ে যাত্রা রাণি পারুলবালা। চশমখোর তো যাত্রার পোকা। সে দিন যাবে না কোলকাতায়। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে যাত্রা দেখতেও যাবে না। তার মানে টাকাটা থাকবে বাড়ীতে। বাড়ীর সবাই যাত্রা দেখতে যাচ্ছে।বাড়ী ফাঁকা।আর আমাদের পোয়া বারো।

টাকাটা কোথায় থাকবে জানলি কি করে?

ওরে বাবা, সব খবর না নিয়ে কি তোর কাছে এসেছি? চশমখোরের ঘরে ছ'টা ঠাকুরের ফটো আছে। আর ফটো গুলোর পেছনে একটা করে ছ' ইঞ্চি বাই ছ' ইঞ্চি কুলুঙ্গী হাত খানেক লম্বা। কুলুঙ্গি গুলোর ভেতরটা একদম ফাঁকা।যেন কিছুই নেই। কিন্তু হাত ঢোকালেই একদম শেষে একটা করে গর্ত।আর তার ভেতরেই চশমখোর টাকা পয়সা রাখে। ঐ ছ'টা। ফটো নামিয়ে গর্ত গুলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টাকা গুলো বের করতে ছ'মিনিট। বাড়ীতে ঢোকা আর বার হওয়া মিনিট দশ বারো। সব মিলিয়ে মিনিট কুড়ি। তার ওপর বাড়ী ফাঁকা। ধরা পড়ার ভয়ও নেই।

তুই ঢুকবি কি করে?

বাড়ীর পেছনের মেথরের দরজাটা তেমন মজবুত নয়। কাল রাতে গিয়ে খানিকটা নড়বড়ে কর দিয়ে এসেছি।একটু ঠেললেই খুলে যাবে।এবার তোকে ভেতরে যেতে হবে না। তুই বাইরে পাহারায় থাকবি। আমি কাজটা করব।ক্যাশ বলতে বিশ্বাস করতে পারছিস না?

তুই একথা বললি কি করে? চোরেরা চোরেদের পয়সা কোনদিন মেরেছে শুনেছিস? আর শোন আমার অন্য সব খরছ আছে, তোকে সিকিভাগ দিতে পারব না। হাজার পাঁচেক পাবি শুধু পাহারা দেবার জন্য। যদি না করিস বল, আমি অন্য লোক দেখব।

ঠিক আছে, আমি করব।

পরশু যাত্রা শুরু হবার একটু পরেই পানু মেথরের দরজা দিয়ে চশমখোর মাইতির বাড়ীতে ঢুকল। নবা রিল বাড়ীর সামনে পাহারায় একটু আড়ালে। বাইরে থেকে দেখতে পেল চশমখোরের ঘরে আবছা টর্চের আলো। কি করছে পানু, টাকা গুনছে নাকী!আরও মিনিট পাঁচেক পরে আর আলো দেখতে পেল না। তারমানে কাজ হাসিল।পানু বের হয়েছে বাড়ী থেকে। বাড়ীর পেছনে এসে নবা দেখা করল পানুর সঙ্গে।

কি রে পেয়েছিস?

না।

তার মানে?

আরে ছ'টা কুলুঙ্গিতে কুড়িয়ে বাড়িয়ে তের হাজার।

না নিয়েি চলে এসেছি।

কেন?

থানার বড় বাবুর সঙ্গে চুক্তি চুরি পিছু কুড়ি হাজার। ফিকস রেট। মাস খানেক আগে আমাকে, কাল্লুকে আর হাতকাটা জগাকে বলল।

তোরা খুব চিটিং করছিস আমার সঙ্গে। যা কামাচ্ছিস তার সিকি ভাগ বলছিস আমাকে। আমার কাছে সব খবর আছ। এবার থেকে তোদের আর আমাকে হিসেব দিতে হবে না। চুরি পিছু কুড়ি হাজার!থানার মেজবাবু সেজবাবু দের কিছু দিতে হবে না।সেটা আমার দায়িত্ব। কথা না শূনলেই বুঝতে পারছিস পিঠের চামড়া তুলে নেব।

তের হাজার কামিয়ে যদি থানার বড়বাবুকে কুড়ি হাজার দিতে হয়, তাহলে বিজনেস চলবে কি করে?বিজনেসে লাল বাতি জ্বলবে দু দিনে। তাই কিছু না নিয়ে চলে এলাম।এখন চশমখোর মাইতি থানায় রিপোর্ট করতে পারবে না।কারন ও বুঝতেই পারবে না আমি ওর ঘরে ঢুকেছিলাম।সব জায়গা মত যেমন ছিল তেমন রেখে এসেছি।তাই একটু দেরী হ'ল বের হতে। আমাকে আর থানার বড়বাবুকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে হবে না।

বিজনেস চালাতে গেলে একটু আধটু বুদ্ধি খরচা করতে হয় বুঝলি! ■

ফরেনে গুপী-বাঘা

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

এখন ভর-দুপুর । বাঘা খালিগায়ে তেল মাখছিল । হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল । 'কি আপদ', বলে বিরক্তিমুখে বাঘা ফোন তুলল ।

বাঘা: হ্যালো । হ্যাঁ কে ?

গুপী: বাঘাদা , আমি গুপী । কি করছিলে ?

বাঘা: টাকে সান-স্ক্রিন লাগাচ্ছিলাম ।

গুপী: কেন ?

বাঘা: কেন মানে ? সাতাঁর কাটতে যাব । বাইরে কি রকম টাক-ফাটা রোদ দেখেছ ?

গুপী: কতোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি । আগে কেমন একই প্রাসাদে থাকতাম ! দিব্যি ছিলাম । তারপর মণিমালা আর মুক্তামালার মধ্যে এমন ঝামেলা হলো যে কতবছর হয়ে গেল, এখনো পর্য্যন্ত কথা বন্ধ ।

বাঘা: ওসব কথা ভাবতে নেই । সময়ের সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে ।

গুপী: তুমি কেমন আছ বাঘাদা ?

বাঘা: ঐ এক গেঁটেবাত । মাঝেমাঝে চাড়া দেয় । তা ছাড়া দিব্যি আছি ।

গুপী: জানো মনটা ভালো নেই । কেমন রাজবন্দী, রাজবন্দী লাগছে ।

বাঘা: কেন ? কি হয়েছে ? মণিমালার সঙ্গে লড়াই করস ?

গুপী খানিক চুপ করে থেকে বলল, হুঁ । চলো না কোথাও ঘুরে আসি গে ।

বাঘা: বাহ ! খুব ভালো আইডিয়া দিয়েছ । কোথায় যাবে ? ভুতের দেওয়া জুতোজোড়াতে প্রায় মরছে ধরে এলো ।

গুপী: এবার এমন জায়গায় যাব যেখানে শুধু হাসি আছে, গান আছে । মানুষের মনে সরলতা আছে । কোনো দুঃখ নেই ।

বাঘা: বলছ – দুঃখ একেবারে বাদ, মানে – দুঃখবাদ ?

গুপী: হ্যাঁ বাঘাদা । এমন জায়গা আছে পৃথিবীতে ?

বাঘা: থাকবে না কেন ? এত বড়ো পৃথিবী, ফরেনে নিশ্চয় থাকবে । দেখ না ফরেনে কেমন সবাই খুশি খুশি।

মেমসাহেবদের নিয়ে বিচে ঘুরে বেড়ায় ।

গুপী: তাহলে চলো ওরকম কোথাও যাই । কাল তো পূর্নিমা । কাল মধ্যরাতে ঐ মনসা পুকুরের সামনে দেখা হবে । পায়ে বাটার চপ্পলটাই পরে এসো । ভূতের জতো গুলো মোড়কে করে নিও, আর বাড়িতে বলে দিও দিনকতকের জন্য কাজে বেরোচ্ছি । ওকে ?

বাঘা: ওকে ।

বাকি দিনটা গুপী-বাঘার মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা রইল । পরের দিন । মাঝ রাতে আকাশে ভর্তি মেঘ । যদিও পূর্ণিমা কিন্তু চাঁদ দেখা যাচ্ছে না । রাতটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার । গুপী মনসা পুকুরের সামনে অপেক্ষারত । গুপী মাঝেমাঝেই ওর সেল ফোনে সময় দেখছে । বেশ খানিকক্ষন পরে, বাঘার আগমন ।

বাঘা: গুপী ? ও গুপী ?

গুপী: এই যে আমি এইখানে । এতো দেরি কেন ? কতক্ষণ ধরে মশার কামড় খাচ্ছি । তোমার ঢোলটা কোথায়?

বাঘা: ঐ তাল গাছের পিছনে, একটা ছেলেকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম । গুপী, তোমার ট্যাঁকে ওটা কি জ্বলজ্বল করছে ?

গুপী (এক গাল হেসে): সেলফোন । ফেসবুক করতে হবে না ? ছুটিতে যাচ্ছি ।

বাঘা: সবার মতো তোমারও ঐ সেলফোনের বাতিক লেগেছে দেখছি । কি যে তোমরা সবসময় মুন্ডুবুক করো, জানি না !

হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠল । মুহূর্তে পৃথিবী যেন স্বর্গ মনে হলো । অপরূপ জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়তে লাগলো জলে-স্থলে । হাওয়ায় তালগাছের পাতাগুলো দলতে লাগল । দজনের মুখ দিয়েই কথা বেরোল না ।

মুগ্ধচোখে গুপী বলল, “বাঘাদা, একটা গান গাইব ? ভীষণ ইচ্ছে করছে ”

গুপী: এ আবার কেমন আলো লাগলো ভালো

নয়নপাতে ।

ছুটি ছুটি খুশি যেন ছড়িয়ে আছে

জ্যোৎস্নারাতে ।

একে তো এ ছুটির সময় নেই রাজকাজ সংশয়

তাতে আবার বাঁধন বিহীন কাটাব দিন

বন্ধু সাথে ।

এ আবার কেমন আলো লাগলো ভাল
নয়নপাতে ।
আছে মোদের জুতো জোড়া লাগে নাকো গাড়ি ঘোড়া
তাই মোরা বিশ্বঘুরে আসব ফিরে
ভূত-বরাতে ।
এ আবার কেমন আলো লাগলো ভাল
নয়নপাতে ।

বাঘা: বাঃ ! সুন্দর গানখানা । তবে আর দেরি নয়, চলো এবার ।

হাততালি দিতে দিতে গুপী-বাঘা বলল: দুঃখবাদ - ফরেনে ।

ভূতের বরে গুপী-বাঘা এক নিমেষে উড়ে গেল আন্যপ্রান্তে ।

মাটিতে নেমেই বাঘা বলে উঠল: উফ!

গুপী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল: কি হলো ?

বাঘা: আরে গেঁটেবাত ! পালকিওয়ালা ভূতগুলো এমন জোরে নামালো না ! বাবা ভূতেরা, পরের বার একটু আস্তে করে নামিও । বয়স হচ্ছে তো, একটু দেখে, কেমন ? ঠ্যাঙে লাগে !

গুপী: আচ্ছা, এ কোথায় এলাম আমরা । চারদিকে মরুভূমি । বালি আর বালি। আশেপাশে একটা জনপ্রাণী নাই। বাপরে কি নিস্তব্ধ ! এইটা দুঃখবাদ ?

বাঘা: লোকজন নাই তো ! দুঃখ হবে কোত্থেকে ?
গুপী: দ্যাখো বাঘাদা, ঐ দূরে কয়েকটা মশালের আলো জ্বলছে। চলো ওখানে যাই। ওটা নিশ্চয় সরাই টরাই হবে। বাকি রাতটা ওখানে কাটিয়ে দেবখন।
খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে, হঠাৎ একটা হাল্কা কাতরানির শব্দ শুনতে পেল গুপী।
গুপী: বাঘাদা, একটা কেমন গোঙানির শব্দ পাচ্ছ না ?
বাঘা: হ্যাঁ মনে হচ্ছে ঐ দিক থেকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। চলো দেখি গিয়ে।
কাছে গিয়ে গুপী বললে, "এ তো একটা হাত-পা বাঁধা মানুষ মনে হচ্ছে। মুখেও রুমাল বাঁধা।"
বাঘা: ছেলে। ছোট ছেলে। না ছোট নয়, মাঝারি ছেলে ! চলো তাড়াতাড়ি করে হাত-পা খুলে দাও।
বাঁধন খুলে দিতে দিতে গুপী জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি বাবা ? তোমার এ দশা কি করে হলো ?"
শ্যাম: আমার নাম শ্যাম। আপনারা কারা স্যার ?
বাঘা: আমাদের কেউ স্যার-ট্যার বলে না। আমরা সাধারণ মানুষ তো। আমি বাঘাদা আর ও গুপীদা, ঠিক আছে ?
শ্যাম: একটু জল দেবেন ?
গুপী: নিশ্চয়। তোমার নিশ্চয় খুব খিদেও পেয়েছে না ?
শ্যাম: হ্যাঁ। জানি না কত ঘণ্টা ও রকম পড়ে ছিলাম ? সেই দুপুরবেলা থেকে। আমার বন্ধুকে ওরা নিয়ে গেল। আমাকে গাড়ি থেকে ফেলে দিল, বলল, "ও এখানেই মরুক।"
বাঘা: দাঁড়াও আগে খেয়ে নাও, তারপর সব কথা বলো। গুপী, চলো তিন প্লেটবলে দি, আমারও একটু খিদে খিদে পাচ্ছে, জেটল্যাগ তো।
গুপী-বাঘা হাত তালি দিতে দিতে বলল: তিন প্লেট চিকেন বিরিয়ানি, মাটন কোর্মা, সরবত আর রাবড়ি।
মুহূর্তের মধ্যে তিনটে থালি এসে হাজির।
বিস্ফারিত চোখে শ্যাম জিজ্ঞেস করল: আপনারা কি ম্যাজিক জানেন ?
বাঘা: ঐ একটু-আধটু। ভুতের দয়ায় আর কি ?
তারপর তিনজনে চাঁদের আলোয় খেতে খেতে গল্পকরতে লাগল।
গুপী: আচ্ছা শ্যাম, তোমার বয়স কত ? তোমার মা-বাবা কোথায় ?
শ্যাম: আমার বয়স চোদ্দ। আমি একা, আমার মা-বাবা কেউ নেই।
গুপী: তোমার বন্ধুকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে ?
শ্যাম: সরোবাদ ক্যাম্পে।
আবাক হয়ে বাঘা প্রশ্ন করল: সরোবাদ ক্যাম্প ? গুপী, আমরা তো দুঃখবাদে যাব বলেছিলাম।
মাথা চুলকে গুপী বলল: ও বুঝেছি। মিস্টেক মিস্টেক।
শ্যাম: কিসের মিস্টেক ?
গুপী: না ও কিছু না। ভূতেরা যে অনুবাদ করতে জানে জানতাম না। তা কি বলছিলে বলো। সরোবাদ ক্যাম্প কোথায় ?
শ্যাম: হ্যাঁ, ঐ যে দূরে মশালের আলো দেখছেন, ওটা একটা টেরারিস্ট ট্রেনিং ক্যাম্প। ঐ জায়গার নাম সরোবাদ ক্যাম্প। এখান থেকে পঁচিশ মাইল দূরে আমাদের শহর। ওখানে তিন বছর আগে মারাত্মক ভুমিকম্প হয়েছিল। সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে যায়। আমি, আমার বন্ধু রিক সব আনাথ হয়ে যাই। তখন এক শেঠ ওখানে একটা আনাথ আশ্রম খোলেন। সবাই ওকে দয়ালু শেঠ বলে ডাকে। আমাদের তো কোনো পয়সা-কড়ি ছিল না, তাই ওর দয়াতেই আমরা খেয়ে পরে বাঁচি। কিন্তু এখন জানতে পারছি ওরা আমাদের বাঁচিয়েছিল টেরারিস্ট ক্যাম্পে ভর্তি করার জন্য। চোদ্দ বছর বয়সে যারা অনাথ আশ্রম থেকে বেরোয় তাদের আর কেউ কোনো টিকি দেখে না।
গুপী: বল কি? তাহলে তো রিক খুব বিপদে আছে। ওকে উদ্ধার করতে হবে।
শ্যাম: কিন্তু সরোবাদ ক্যাম্প সাংঘাতিক! ওখানে সব বোমা-বন্দুক, মেশিনগান। খালি হাতে আমরা কি করে উদ্ধার করব?
বাঘা: চিন্তা নেই। তুমি কেবল শক্ত করে ঝুলে থেকো কেমন?
খাওয়া শেষে হাত-মুখ ধুয়ে গুপী উঠতে যাবে। হঠাৎ ট্যাঁক থেকে সেলফোনটা মাটিতে পড়ল।
শ্যাম: কি সুন্দর তোমার ফোনটা? আমার তো কোনোদিন ফোন ছিল না, অনেক দাম। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে হয়। আমার জানেন, আরো অনেক পড়ার ইচ্ছে। যদি আরো পড়তে পারি, তাহলে রোজগার করে একটা ফোন কিনব। কিন্তু সে সুযোগ কি আর হবে? আমাদের স্কুলে একটা কম্প্যুটার আছে, সে কম্প্যুটারটা ফাঁকা থাকলে মাঝেমাঝে একটু নাড়াচাড়া করি। ফেসবুক করি।
বর্তে গিয়ে গুপী বলল: তুমি বুঝি ফেসবুক করো? দেখেছ গুপীদা শ্যামও ফেসবুক করে। জানো আমার ফোনে ফেসবুক হয়।
বাঘা: বাবা শ্যাম, তোমার সেলফোন ভালো লাগে? এই নাও তুমি

রেখে দাও। ও কিছু বলবে না।

এই বলে গুপী কিছু বলার আগেই বাঘার ফোনটা নিয়ে শ্যামকে দিয়ে দিল।

একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে গুপী বলল: বাঘাদা, তুমি আমার সেলফোনটা দিয়ে দিলে যে।

বাঘা: কি আছে? ও তো চাইলেই ভূতের কাছ থেকে পাওয়া যাবে। বাচ্চা ছেলে চাইলে দিতে হয়।

শ্যাম মহা আনন্দে ফোনটা নিয়ে খেলতে লাগল। গুপী একটু মুখ ভ্যাংচালো, কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

বাঘা: চলো এবার একবার ক্যাম্পটা দেখে আসি।

শ্যামকে বগলদাবা করে হাত-তালি দিতে গুপী-বাঘা বলল: সরোবাদ ক্যাম্প।

তাঁবুর মধ্যে ঢোকা মাত্র শ্যাম উৎফুল্ল হয়ে বলল, বাঘাদা, "গুপীদা এতো দারুণ মজা। এরকম জুতো-রাইড বোধহয় আমেরিকাতেও নেই।"

শ্যামের গলার আওয়াজ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, কয়েকজন বন্দুকধারী সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘিরে ফেলল। শ্যাম রিককে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রিক!"

ইতিমধ্যে সর্দার এগিয়ে এসে গুপী-বাঘার কাছে বেশ রূঢ়ভাবে বলল, "আমি এখানের সর্দার। তোমরা কে হে? তোমাদের হিম্মৎ তো কম নয় যে আমার ক্যাম্পে ঢুকেছ। মরার শখ বেশি হয়েছে?"

গুপী: না না আমরা মরতে চাই না। আমরা খু-উ-ব ভালোমানুষ। এমনি বেড়াতে বেরিয়েছি তো তাই দেখতে এলাম তোমাদের জায়গাটা কেমন?

বাঘা: আচ্ছা সর্দার, এতোগুলো ছেলে এখানে কি করছে? ওদের ইস্কুল-পাঠশালা নেই বুঝি?

বন্দুকধারী ছেলেদের প্রতি কড়া আদেশ দিয়ে সর্দার বাঘাকে বলল: ফাজলামো হচ্ছে। এগুলোকে বাঁধ। এদের বড়ো বাড় বেড়েছে দেখছি।বেশি চালাকি মারলে সোজা উড়িয়ে দিবি।

কতগুলো চোদ্দ-পনেরো বছরের সশস্ত্র ছেলে দড়ি নিয়ে ওদের হাত-পা বাঁধতে এলো। গুপী তখন গান ধরলে:

সন্ত্রাসী বানালো, বানালো তদের কে রে?
সন্ত্রাসী বানালো তোদের কে?
তোরা তো সব ভালো ছেলে রে!
ছোটবেলা মায়ের কোলে   কি জানি কি মনে হলে
আদর খেতে যেতিস চলে –
খেলা নিজের ফেলে রে!
তোরা তো সব ভালো ছেলে রে!
তবে কেন সে সব ভুলে   এসেছিস পাপের কূলে?
ফিরে যা নিজের মূলে-
বাধা সব ঠেলে রে!
তোরা তো সব ভালো ছেলে রে!

গান শুনে সর্দারের মন ভিজে এল।

রিক: ও কি সর্দার তুমি কাঁদছ? তোমার চোখে তো কেউ কখনো জল দেখে নি।

সর্দারঃ ছোটোবেলার কথা, মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। হুজুর, আপনার আগে আমাদের কেউ ভালো বলে নি কোনোদিন। আমরা হলাম ঝটতি-পড়তি। জন্মেছিই মরার জন্যে। হয় মরো, নয় মারো। আমাদের জীবনের কোনো দাম নেই। একটা দয়া করুন, হুজুর। এই নিন আমার বন্দুক, আমাদের মেরে ফেলুন। আমরা পাপী।

বাঘাঃ আমরা তো মারতে জানি না সর্দার। আমরা শুধু বাঁচাতে জানি।

সর্দারঃ আমাদের কোনো নিস্তার নেই। এই যে ছেলেদের দেখছেন, এদের বয়েস চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে, এরা কেউ পঁচিশের মুখ দেখবে না। হয় সুইসাইড বোম্ব হয়ে মরবে, নয় পুলিশে মারবে। তার চেয়ে আপনাদের হাতে মরা অনেক ভালো।

বাঘাঃ আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে দেবো।

সর্দারঃ মিছে ভরসা দেবেন না হুজুর। শেঠ বাইরে খুব দয়ালু, কিন্তু ভিতরে পাষাণের চেয়েও কঠিন। ও কাউকে রেহাই দেয় না। এই ক্যাম্পে চারদিকে ক্যামেরা লাগানো। ওর ফৌজ সব কিছু দেখছে, ঘন্টা দুয়ের মধ্যেই তারা এসে পড়বে। তখন কেউ বাঁচবে না, হুজুর।

বাঘাঃ ও আমাদের চেনে না।

সর্দারঃ আপনারা কি দেবদূত?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাঘা বললঃ না ঠিক দেবদূত নই, তবে ভূতদূত বলতে পারো।

গুপিঃ কে তোমাদের শেঠ? কোথায় থাকে?

সর্দারঃ শেঠ থাকে যাওয়াই দ্বীপে, ওর নিজের কেনা দ্বীপ আছে, সারা পৃথিবীর সব রাজা-রাজড়ারা ওকে মানে। ও দেশ গড়তেও পারে আবার গুঁড়োতেও পারে। আমাদের কোনো দাম নেই ওর কাছে।

শ্যামঃ আমি শেঠ কে চিনি, আমাদের শহরে ওর একটা মূর্তি

উন্মোচন করতে ও এসেছিল। আমি ওকে দেখেছি।
বাঘাঃ তাহলে আর বিলম্ব নয়। গুপি, চলো শ্যামকে নিয়ে যাওয়াই দ্বীপে যাওয়া যাক। শেঠকে এখানে ধরে নিয়ে আসি।
গুপিঃ শোনো সর্দার, আমরা এই যাব আর এল আসব। চিন্তা কোরো না। যদি শেঠের ফৌজ এখানে এসে আমাদের খোঁজ করে তাহলে বোলো ওরা একটু বেরিয়েছে, এখনই আসবে। আর শ্যাম ভাল করে ঝুলে থাকবে কেমন?
তারপর হাততালি দিতে দিতে গুপি-বাঘাঃ যাওয়াই দ্বীপে শেঠের ঘরে। একটু সফট্ ল্যান্ডিং। ওকে?
শেঠ তখন সবে ঘুম থেকে উঠে চা-বিস্কুট খেতে উদ্যত, এমন সময় গুপি-বাঘা আর শ্যামের প্রবেশ। শেঠ চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠলঃ এই তোমরা কারা? চৌকিদার! চৌকিদার! তাড়াতাড়ি!
চার-পাঁচ জন বন্দুক-ধারী রক্ষী সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।
বাঘাঃ গুপি, তাড়াতাড়ি গান ধরো।
কোনো নড়ন চড়ন মোদের গানেতে বারণ
মোরা নতুন রকম উৎপাত।
বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, কেয়াবাৎ।
বলি মানুষ মারার ভার নিয়েছে ডাক্তার
তবে কেন মারো ওদের ভাত?
বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, আলবাৎ।
দিনে দয়ালু এ সাজ রাতে বেয়াইনি কাজ
ধরা পড়ে হবে কুপকাৎ।
বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, বাজিমাৎ
বাবা শেঠ, বাছা শেঠ, চলো শেঠ, ভুঁড়িপেট!
বাবা শেঠ, বাছা শেঠ, চলো শেঠ, মাথা হেঁট!
তারপর হাততালি দিয়ে গুপি-বাঘা-শ্যাম-শেঠ এক নিমেষে সরোবাদ ক্যাম্পে এসে হাজির হলো। কিন্তু ক্যাম্প পুরো অন্ধকার। একটুও আলো নেই, কিছু দেখা যায় না।
গুপিঃ বাঘাদা, এ কোথায় এলাম? কিছু দেখতে পাচ্ছি না।
বাঘাঃ এই, এই, মুখে কি চাপা দিচ্ছ?
ধাতস্ত হবার আগেই মুহূর্তের মধ্যে কতগুলো ষণ্ডা-মার্কা ফৌজি গুপি-বাঘার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলল। তারপর আলো জ্বলে উঠল।
শেঠ হো হো করে হাসতে হাসতে বললো, “শেঠকে জব্দ করা অতোই সহজ! আমাকে কব্জা করে ধরে এনেছিস। বামন হয়ে চাঁদে হাত! খুব আমার পেটে হাত বুলিয়েছিলি না। দাঁড়া এবার আমি তোদের গান শোনাব।“
শেঠের গানঃ
ম্যাকারেনা ম্যাকারেনা বলি ম্যাকারেনা
এ ছাড়া অন্য কোন গান নেই জানা।
কেউ নড়বে না।
নড়ানড়ি করবে যে এই শেষ খেল।
কান খুলে শুনে রাখ দুই মক্কেল!
আমারে শুনিয়েছিলি খুব তোরা গান।
এইবারে নেব আমি দুটো গর্দান।
ম্যাকেরানা ম্যাকারেনা বলি ম্যাকারেনা।
আমার গানেতে শোন কেউ নড়বে না।
কেউ নড় ---- !
আকস্মিক ফোনে গান বেজে উঠল আর সর্দারের গান বন্ধ হয়ে গেল, সঙ্গে সবার নড়াচড়া।
কোন নড়নচড়ন মোদের গানেতে বারণ
মোরা নতুন রকম উৎপাত !
বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, বাজিমাৎ, কেয়াবাত।
গুপী বাঘা শ্যামের দিকে তাকাল, বুঝতে বাকি রইল না ওটা শ্যামকে দেওয়া গুপীর ফোন থেকে বাজছে। তাড়াতাড়ি গুপী বাঘা একে অন্যের বাঁধন খুলে ফেলল। তারপর শ্যামের কাছে এসে পিঠ চাপড়ে বলল, "সাবাস শ্যাম! তুমি যে শেঠের ঘরের সব কাণ্ডকারখানা ফোনে রেকর্ড করে নিয়েছিলে কে জানত! তুমি গানটা চালাতে থাক, আর এই ফাঁকে আমরা কাজটা সেরে ফেলি।"
গুপী বাঘা গান চলাকালীন ফৌজির কাছ থেকে বন্দুক, হাতিয়ার, সব জড়ো করে এক জায়গায় রাখল।
শেঠের হাত-পা ভাল করে বাঁধল, তারপর নরম সুরে বলল, "তুমি আরাম করে এই চৌকির ওপর বোস - কেমন?
গুপী: বাঘাদা, এবার আমরা কি করব?
বাঘা: এবার অস্ত্রমেধ যজ্ঞ হবে।
গুপী: অস্ত্রমেধ যজ্ঞ? সেটা আবার কি?
বাঘা: অস্ত্র দাহ হবে। একটা বড় কুন্ড চাই। সর্দার, তোমাদের সংগ্রহে যত বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র সেগুলো ঐ কুন্ডের মধ্যে ফেলবে, আর আমরা সেগুলো জ্বালাব।
তারপর গুপী বাঘ হাততালি দিয়ে বলল, বড় যজ্ঞকুন্ড!
হঠাৎ মরুবালির মাঝখানে একটা বড় গর্ত হয়ে গেল।
সবার চোখ তখন বড় বড় । দৃষ্টি গুপী-বাঘার দিকে।
ইতিমধ্যে কখন যে শ্যামের রেকর্ড করা গান বন্ধ হয়ে গেছে তা কেউ খেয়াল করে নি। ফৌজি দলপতি সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘার ওপর।
সর্দার চেঁচিয়ে উঠল, "হুজুর, সাবধান।" বলে সে ফৌজির ওপর লাফ দিয়ে পড়ল।

বাঘা সরে গেল, আর গুপী সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল, "ওরে শংকা বাদীর দল, তোরা মানুষ মেরে কি পাবি রে ভাই?
আয় রে তবে অস্ত্র পোড়াই, অস্ত্র পোড়াই, অস্ত্র পোড়াই!
আছে যত গোলা বারুদ, আনরে দলে দল
তোদের ঐ মানুষ মারার কল, যত সব মানুষ মারার কল - ধর্ম নামে বিধাতারে করব না জবাই।
আয় রে তবে অস্ত্র পোড়াই, অস্ত্র পোড়াই, অস্ত্র পোড়াই!
গান গাইতে গাইতে গুপী-বাঘা ফৌজি দলপতির হাত-পা বাঁধল। গান শেষ হল।
শ্যাম বলে উঠল, "এর পরে যদি কেউ গুপী-দা, বাঘা-দার ওপর হামলা করেছে তাহলে আমি শেঠের সব কীর্তিকলাপের ভিডিও ফেসবুকে পাঠিয়ে দেব। তখন দয়ালু শেঠের আসল পরিচয় বেরিয়ে পড়বে!"
শেঠ বলল, "ওটা কোর না প্লীজ!"
গুপী: তাহলে আদেশ দাও তোমার ফৌজিদের সমস্ত অস্ত্র ঐ গর্তের মধ্যে ফেলতে।
শেঠ ফৌজির প্রতি কড়া স্বরে বলল: ওরা যা বলছে শোন! সর্দারের নেতৃত্বে ক্যাম্পের সব অস্ত্রশস্ত্র গর্তের মধ্যে ফেলা হল। একটা বড় দড়ির একপ্রান্তে আগুন লাগিয়ে গুপী বলল: "সবাই যতটা পার, দূরে সরে যাও, এখানে বিশাল বিস্ফোরণ হাতে চলেছে।"
একটু পরে কানফাটা শব্দে বিস্ফরণ হল। আকাশে অনেক দূর অবধি বালি ছিটিয়ে উঠল। মনে হল যেন বালির ঝড় উঠেছে। মাটির ভেতরের গর্তটা অনেকটা বড় হয়ে উঠল।
হঠা□ সর্দার বলে উঠল,"দ্যাখ দ্যাখ মাটির তলা থেকে কালো জল বেরোচ্ছে।"
শেঠ অসম্ভব বজ্রে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "আরে, ওটা জল নয়, তেল বেরোচ্ছে মাটির নীচ থেকে!
তারপর কাকুতি-মিনতি করে গুপী বল্ল, " আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না, বরং তোমাদের দুজনকে তেলের ব্যবসাইয় ফিফটি-ফফটি পার্টনার বানাব, রাজি?"

বাঘা বল্ল, " আমাদের পয়সা কড়ি চাই না। কিন্তু আজ থেকে সন আতঙ্ক ক্যাম্প বন্ধ। তাদের সবাইকে এখানে কাজ দেবে। সব ছেলেদের পড়াশুনোর খরচা তুমি নেবে, বঝুওলে শেঠ!"

শেঠ: তেলের ব্যাবসাইয়ে কিন্তু অনেক টাকা, তমরা ছেড়ে দেবে? শিওত?

বাঘা: হ্যাঁম ছেড়ে দেব।

শেঠ অবাক হয়ে: আজব জাত বাঙালী!

বাগা: তবে যত পরিবারের তুমি ক্ষতি করেছ, সে সন পরিবারদের তুমি ভালোরকম ক্ষতপূরণ দেবে! বুঝেছ? আর যদি তুমি এই শর্ত না পালন করেছ, জেনো সে খবর আমরা ঠিক পেয়ে যাব। সরোবাদের সবাই আমাদের বন্ধু। তখন কিন্তু তোমার আর রেহাই থাকবে না!"

শেঠ: চিন্তা নেই। আমি ব্যবসায়ী। আমার কথার দাম আছে। আজ থেকে সরোবাদ ক্যাম্প বন্ধ এবং তেল উৎপাদন শুরু।

গুপী সর্দারের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "বলেছিলাম না। তোমাদের বাঁচিয়ে দেব!"

সর্দারের চোখ ছল ছল করে উঠল।সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে করতে বলল, গুপীদা-বাঘাদা! আপনারা দুই অবতার।অনুমতি দিন, আমি সরোবাদে একটা গুপী-বাঘা মন্দির তৈরী করব। সেখানে প্রতি সন্ধ্যেতে আরতি হবে।"

গুপী-বাঘা একগাল হাসল। বাঘা বলল, "মন্দ প্রস্তাব নয়!" তারপর গুপীকে বলল, "চলো বায়রা-ভাই, দিনকতক তো হয়ে গেল, এবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

গুপী: হ্যাঁ বাঘাদা। একটু মঙ্কেমন করছে, না? যাই বলো বেশীদিন বাড়ি থেকে বাইরে থাকতে ভালো আগে না।

শুনে রিক আন শ্যাম দৌড়ে এসে গুপী-বাঘাকে জড়িয়ে ধরল, একটা গ্রুপ ফটো নিলও। শেঠ এসে দুজনের সঙ্গে করমর্দন করে যাওয়াই দ্বীপে সপরিবারে ছুটি কাটানোর আমন্ত্রণ জানাল।

গুপী-বাঘা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাততালি দিয়ে বলল, "শুন্ডি রাজমহল!"

শুন্ডিতে পৌঁছে দুজনেই অবাক। মণিমালা-মুক্তমালা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। বাঘা বলল, "আরে তোমাদের লড়াই থেমে গেছে!"

মণিমালা বলল, "হ্যাঁ কিন্তু এবার তোমাদের সঙ্গে লড়াই এর পালা, কি বলো মুক্তাদি? এতোগুলো যে সেলফোন মেসেজ পাঠালাম, কোনো জবাব নেই কেন?"

মুক্তমালা বলল: আমাদের না বলে কয়ে কোথায় গেছিলে সত্যিসত্যি বলো। আমাদের দুজনের গত তিনদিন খাওয়া-নাওয়া নেই।

গুপী-বাঘা কিছু বলার আগেই, মণিমালা বলল, "ভেবো না আমরা কোনো খবর রাখি না! আমরাও ফেসবুক করি, তোমাদের ছবি ইন্টারনেটে চারদিকে!"

বাঘাঃ গুপীরে, এবারে তুই সামাল দে। ফেসবুকের জ্বালায়

কোথাও শান্তিতে যাওয়ার উপায় নেই।

গুপি অবস্তা সামাল দিতে গান ধরল:

আমি চুপ করে রূপ দেখতে ছিলাম
    মনে ভয়ে ভীত
মোরা শুধরে এলাম অনেকজনে
    অন্যায় জড়িত।
বেশীদিন না থাকলে ঘরে
তোমার তরে মন কেমন করে
বুঝেছি সুখ মনেই থাকে
কেমন আশাতীত?

একটু লাজুক হেসে মণিমালা বলল: যাও যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো, ভাত বাড়ছি। এখন মোহিত হয়ে গান শোনার সময় নেই আমাদের।

বাব্বা! তোমার কাছে দেখছি আমি
ভূতও পরাজিত!
আমি চুপ করে রূপ দেখতে চিলাম
    মনে ভয়ে ভীত।

সাদাকালো

ধূর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এই মল্লিকদের বাড়ির অলিন্দে অলিন্দে কত গল্প ছিল। কত ছড়ানো ছেটানো হাসিকান্না। দাসী ভৃত্যের পরিণয়। রাজপুত্রের খামখেয়ালিপনা। রাজার দাপট। আর রাজকন্যে! মুচকি হেসে ক্যামেরার সামনে সুতো দিয়ে ঝুলতে থাকা লেন্স কভারটা প্ল্যাটাক শব্দ করে স্বস্থানে বসিয়ে দেয় অনুরাগ। অনুরাগ মিত্র। কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা থেকে নতুন ফিল্মটা বার হল অনায়াসেই । সামননেই দুর্গা মণ্ডপ। কয়েকটা পায়রা বসে বসে ঘুরর ঘুরর ঘুররম। বড়গোল থামটার নিছে অনেকটা মার্বেল বাঁধানো। কয়েকটা মার্বেল টুকরো কেউ খুলে নিয়ে চলে গেছে। পুরনো সুরকি-বালি বেরিয়ে ন্যাড়া জায়গাগুলো কেমন বেখাপ্পা।

অনুরাগ বসে পড়ে ক্যামেরার ফিল্মটা বদলাতে লাগল। ক্যামেরাটা উলটো করে কোলের ওপর।

বাড়িটার বয়স কত হবে?প্রায় দু'শ তো বটেই। কে জানে ক'টা ঘর? একটা জেনারেল লে-আউটের সাথে প্রত্যেক ঘরের ছবি তৈরি করতে হবে। আমেরিকা থেকে হুকুমনামা এসেছে। গৌতমের খেয়াল চেপেছে বাড়িটা কিনবে। বাড়িটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যেন কভার করা হয়। - এই নির্দেশ। একটা ভিডিও ক্যাসেট করে পাঠালে অনেক সুবিধে হত। গৌতমের ইচ্ছে স্টিল পাঠাতে হবে।

এর পারে গৌতম কি করবে কে জানে। যে ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে 'রক্তকরবী' করার পরিকল্পনা করে আর তাও স্থানীয় লোটেদের নিয়ে, তার পরিকল্পনা শক্তি কোথায় পৌঁছতে পারে দেখা যাক

আপাতত অনুরাগ কয়েকশো তো বটেই, দু চার হাজার টাকা রোজকার করে ফেলতে পারে। গৌতমই বার বার করে লিখেছে ইমেইল-এ যে , অনুরাগ যেন পেশাদার মজুরি বিল পাঠায়।

গতবার বইমেলা থেকে কিনে দুটো বই পাঠানোয় গৌতম অনুরাগকে বইয়ের দাম ছাড়াও দশ হাজার ডলারের কাছাকাছি পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দিয়েছিল তার এক বন্ধু মারফত।

অনুরাগ ওই টাকাটা নিতে অস্বীকার কারায় গৌতম বলেছিল, ও নাকি একই রকম সাহায্যের বা বন্ধুত্বের জন্যে ওই দেশে সার্ভিস চার্জ বিল করে থাকে। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। উপরন্তু এটা না করলে ভবিষ্যতে অনুরাগকে এরকমের কাজ আর গৌতম দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে। অত: কিম!

নতুন ফিল্ম ভরে ফেলে অনুরাগ আবার উঠে দাঁড়ায়। গৌতমের ওপর একটা রাগ যে হচ্ছে না, তা নয়। তবে গৌতমই দেখে, হয়ত ভাবেও। মোটামুটি ভাবে বাড়িটা কাভার করতে গেলে ঘন্টা দুয়েক সময় আরও লাগবে। অন্তত তিরিশটা ফ্রেম। গৌতমের ফ্লাশে প্রচণ্ড ব্যথা। কোন ঝকঝকে ছবি দেখলেই গৌতম রি-অ্যাকট করে।

লস-অ্যাঞ্জেলিসের গৌতমের বাড়ির ছবি দেখেছে অনুরাগ। দারুণ ঝকঝকে। এত ঝকঝকে বাড়িতে গৌতম

থাকে!

অনুরাগ ঠাকুরদালানটার দিকে ভাল করে চোখ তুলে টাকায়। বড় একটা ভুল হয়ে গেছে অনুরাগের। ফিল্ম স্পীডটা বেশি নেওয়া উচিত ছিল। চারশো এ স এ আজকাল আকছার পাওয়া যাচ্ছে। যদিও ছবির গুণমানের দিক থেকে দুশোই ঠিক, তবু ছবিগুলো আরও আলো চাইছে।

কি জ্বালা! একটা পায়রা ঠিক মাথার ওপর অপকর্মটা করে পুবের থাম থেকে পশ্চিমের থামে গিয়ে বসল। অনুরাগ কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার কাড়ে পুরীষ পরিষ্কারে মগ্ন।

তেমন জমছে না আজকের দিনটা। এ বাড়ি থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি পানীয় জলের ঠেকটাও আধ কিলোমিটার হবে। বোতলের জলটা তলানিতে ঠেকেছে। টাকরাটাও চা চা করছে। অনুরাগের খুব দুঃখ হল। একদলা অভিমান গলার কাছে। বোতলের সবটুকু জল গলায় ঢেলে বোতলটা ছুঁড়ে ফলে দিতে যাচ্ছিল। ফেলল না শেষ অবধি। এই শেষটুকুই পারে না অনুরাগ। কেমন মায়া হয়। সবেতে মায়া।

দুঘণ্টা জল ছাড়া বাদবাকি কাজটা করা কঠিন হবে। ধীরে ধীরে কাজটা ঝুলতে থাকবে। বেশি দেরি না করে অনুরাগ কদম কদম।

ঝুল বারান্দা। এখান থেকে বাড়িটার অন্দরের অনেকটাই। কেয়ারটেকার লালটুদা সেই গেছেই তো গেছে। লালটুদাটা থাকলেও ভাল হতো। বারান্দার পশ্চিমের একটা অংশ বিপজ্জনক ভাবে ভাঙ্গা। অসাবধানে পিছু হাঁটতে থাকলে বিপদ হতে পারে।

বাড়িটার চারপাশে দেড় মানুষ উঁচু পাচিল দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমে একটা বড় আকারের এঁদো পুকুর। বাদবাকি তিনদিকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেলেও না একতলা না দোতলা, কোন বাড়ির অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। পুকুরের পশ্চিম কোনটায় আমগাছতলা থেকে পশ্চিমের বারান্দার এই ভাঙ্গা অংশটা স্পষ্ট দেখা যায়। আগেও যেত। বারান্দার এই অংশে দাঁড়িয়ে আমগাছতলা দেখার সুযোগ অনুরাগের হয়নি। উলটোটা যদিও বহুবারই। এই প্রথম নিঃসঙ্গ আলুথালু এই বাড়িটার ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। অনুরাগ আগে বহুবার এই জায়গায় আসার জন্যে ছটফট করেছে।

বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে শাটার স্পীড অনেকটা কমিয়ে আর ডেপ্থ অফ ফিল্ড বাড়িয়ে দম চেপে শটটা নিয়ে নিল অনুরাগ। শ্বাসরোধকারী শট। শাটার টেপার শেষ অজ্ঞাত কারনে বুকটা ধক করে উঠেছিল। নড়ে গেল না তো! আর একটা। এবারও । ফরফর করে একটা চামচিকে তৃতীয় প্রচেষ্টার সময়ে লেন্সের সামনে।

অন্দরের ছবি তোলা সম্ভব হবে না। বিড়বিড় করে অনুরাগ। তারপর আবার হাঁটু গেড়ে। এবার পিঠটা ভাঙ্গা দেওয়ালে। একটু চাপ দিয়ে দমটা বন্ধ করবে। ঘররস করে ওপরের একটা ইট খসে নিচে। মানুষজন থাকলে বিপদ হতে পারত। বেশ বড় একটা শব্দ হল। শুকনো পাতার ওপর রাজবাড়ির খসে পড়া একটা ইট।

অনুদা, আমার একটা ভাল ছবি তুলে দেবে একদিন। সাদাকালো।

সত্তরের দশক কি ছাই যেন মুক্তির দশক বোধহয়।

সত্তরের দশকে কি রক্ষণশীলতা ছিল এই বাড়ি জুড়ে। কেন যে ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট প্রযোজ্য হয়নি এই বাড়ির ওপর, কে জানে। প্রতাপ মল্লিক পড়ায় একই রকম ঠাটে থাকত। আসলে অন্যান্য জমিদার বাড়িতে যা হয়, এ বাড়ির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। প্রতাপ দীর্ঘায়ু আর শক্তপোক্ত। তার পিতৃদেব নকুর মল্লিকও তাই। আর শোনা যায়, গত চার পাঁচপুরুষ ধরে এদের প্রত্যেক জেনেরাশানে একটাই সন্তান এবং তাও পুত্র। প্রতাপের ছেলে রুদ্রর ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। রুদ্রর এক ছেলে এক মেয়ে।

শুভদীপ খুবই সপ্রতিভ, বুদ্ধিমান আর বিনয়ী। আর তিতাস। তিতাস ছিল একটি নদীর নাম।

রুদ্র মল্লিক হঠাটই বাড়ি ছেড়ে পরিবার নিয়ে অন্য কোথাও। শোনা যায় মার্কিন মুল্লুকে। তখন রাজনৈতিক ডামাডোল। সেই ভয়েই হয়ত। রুদ্র মল্লিকের বা পিতৃপুরুষের আয় জমিদারি-নির্ভর ছিল না। অনান্য অনেক ব্যবসা ছিল ওদের। বোধহয় বিদেশেও অনেক ঠিকানা ছিল। এসব ঘটনা মুক্তির দশকে ঘটে গেছে।

কাকার ন্যাওটা হয়ে বগলে বগলে ছররা বন্দুকে আহত পাখি কুড়োনো আর কাকা ছবি তোলার সময়ে জুলজুল করে চেয়ে থাকা। এই ছিল অনুরাগ শৈশবে। বারো তেরো বছর বয়েসেই বন্দুক আর ক্যামেরার মালিকানা আকস্মিক ভাবে চলে এলো। অনুরাগের সমস্ত জগত জুড়ে থাকা কাকা দুম করে মারা গেলেন।

পিসির আদেশে বন্দুকে হাত দিতে পারবে না অনুরাগ। পিসি মনে করত, এই বন্দুক অভিশাপ। অসংখ্য পাখি মারার পাপে দাদা, বউদি, ফুলদা সব অকালে চলে গেল।

তারপর থেকে বন্দুকে হাত দেয়নি অনুরাগ। কিন্তু ক্যামেরা তার। সে ক্যামেরার।

এ এলাকার কোনও পরিবারের সাথেই মেলামেশা ছিল না মল্লিকদের। মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা থেকে প্রচুর গাড়ি এ

বাড়িতে আসত যেত। কোনদিন কোনও অনুষ্ঠানেই প্রতিবেশীদের ডাকেনি মল্লিকরা। অনুরাগের জ্ঞান হবার পর অন্তত সে কোনও প্রতিবেশীকে মল্লিক বাড়ি ঢুকতে দেখেনি।

এলাকার দু- তিনটে পরিবারের কিছু লোকজন শুধু ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারত। তার মধ্যে অনুর পিসি একজন।

অনুর পিসি তিতাসকে গান শেখাতেন। এই সুবাদে মল্লিকবাড়ির স্টুডিবেকার এসে দাঁড়াত অনুদের বাড়ির সামনে। তিতাস আসত। নেহাত সৌজন্য নয়। অনুর পিসির প্রতি তিতাসের টান – গান ঘিরে নয় শুধু।

এই আনাগোনাতেই তিতাস অনুকে চিনতে শুরু করেছিল, আর অনু তিতাসকে।

ওই অসম্ভব ঘেরাটোপের বাড়ির মেয়ের নাম তিতাস রাখল কে?

তিতাসের মেকে অনু মাত্র বার কয়েক দেখেছে। অনু তখন একটা দুটো রিল সবে ছাপিয়েছে। বাড়িতেই ব্যবস্থা ছিল কাকার। তিতাস, শুভদীপ পড়তে যেত কলকাতায়, দূরের স্কুলে।

তিতাস আড় পিসির আনাগোনা আর চেনাশোনাও মল্লিকবাড়িতে একদিনের জন্যে অনুর দরজা খুলতে পারেনি। পশ্চিমের পুকুর ছিল বাড়াবাড়ি। আমগাছতলায় ক্যামেরা হাতে অণু। দুরুদুরু বুক। ছবি তুলতে পারেনি কখনওই।

অনুর রাজকন্যার ছবি অনুর কাছে একখানাও নেই। তিতাসই একদিন বলেছিল, অনুদা, আমার একটা ভাল ছবি তুলে দেবে একদিন, সাদাকালো। পিসির ঘরে বাঁশঝাড়, শামুকের শব্দ, পাখি মারেনি, ডানার গান এরকম আরও অনেক ছবি রাখা থাকত। তিতাস যখনি আসত, ছবিগুলো মন দিয়ে দেখত।

অনু তার সব প্রিয় ছবিরই নামকরণ করত। এটা কাকার থেকেই শেখা।

– হয়নি, ছবি হয়নি। রাজকন্যের ছবি! এত সোজা নাকি! শেষটা হয়ে হয়নি। একবার বেশ কিছুটা সময় অনু হাতে পেয়েছিল। আলতা কিছুতেই পছন্দ হয়েনি। তিতাসের চেহারায়ে নদী নদী যে ব্যাপারটা, তা ঠিক ঠাক ধরতে গেলে বালিয়াড়ির ঠিকরানো আলো লাগে। বালিয়াড়ির আলো তাক-সই হয়েনি সেদিন।

রুদ্র মল্লিক পাততাড়ি গোটানোর পর, বছর দুএকের মধ্যে অনু বড়ো হয়ে গেছিল। পিসিকে নিয়ে এলাকা ছেড়ে কলকাতায় ভাঙ্গা বাড়িতে। পিসি গানের টিউশন আর অনু ছবি করে খেয়ে পরে বাঁচতে লাগল। কলেজ হল, ভারসিটি না হলেও। অনেক ছবি হল অনেক হল না।

এই এলাকায়ে আসা হয়ে না মোটেই। আসতে যে একেবারে ইচ্ছে করেনা, তা নয়। আসলে সব কিছু ছিটকে গেছে। পুরোপুরি পালটে গেছে ভূগোল । ইতিহাস তেমন জমকালো ছিল না।

হঠাৎ গৌতমের মেইল। স্টুডিও যাবার পথে সাইবার কাফে তে মিনিট তিনেক প্রতিদিন সময় দেয় অনুরাগ। মেইল মারফত জানতে পারল, পাঠানো ছবিগুলো পছন্দ হয়েছে গৌতমের। বাড়িটা গৌতম কিনেই ফেলবে। একটা এন্জিও শুরু করবে ভারতে। তার হেড কোয়াটার হবে মল্লিক বাড়ি।

অনুরাগ পাকাপোক্ত একটা জীবিকার সন্ধান পায়। গৌতম এবার একটা ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে। আর এ বাড়িতে যদি অনুরাগের অফিস হয়, তবে পিসিকে নিয়ে পুরনো এলাকায় ফিরে গেলেই বা ক্ষতি কি?

ওই বাড়িটার অন্দরে অন্দরে হাঁটতে থাকলে মন খুশি

থাকবে। যে বাড়িতে তিতাসের মতন একটা সুন্দর ফুটফুটে মানুষ বড় হয়েছে, এই দেয়ালে হাত দিয়েছে, ওই মেঝেতে বসেছে, ঘরে ঘরে গুনগুন করে গান গেয়েছে – সে বাড়িতে আজীবন থাকতে চায় অনুরাগ।

আহা, গৌতম বড় মজার ছেলে। গৌতম মেইলে জানিয়েছে একটা কুরিয়ার পাঠিয়েছে সে অনুরাগকে। সেই কুরিয়ারে এনজিওর বিস্তারিত।

অনুরাগের এ কটা দিন বেশ ফুরফুরে কাটছিল। কিন্তু মনের ভেতরে কোথায় যেন একটা স্মৃতির পাষাণভার। পয়সাকড়ি হাতে আসছিল আগের থেকে ভাল বেশ কয়েকটা কাজ এসেছে হাতে। পিসিমার শরীরও আগের ছেয়ে অনেকটা ভালো।

সেদিন সন্ধে হতে না হতেই অনুরাগ বাড়িতে। যোগমায়া খুব খুশি। চা বানিয়ে অনুর ঘরে। খাটে বসে অনুরাগ পা দোলাচ্ছিল ছোটবেলার মতো। পিসিমা চায়ের কাপটা হাতে দিতেই পা নাড়ানো বন্ধ করে পিসিমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল – বুয়া, তুমি আর গান গাও না কেন?

– কখন গাইব বল? কে আর শুনবে?

– মানুষ কি কেউ না শুনলে গান গায় না!

– গায়, তবে তারও বয়েস আছে। গুনগুন করে গাওয়ার বৃদ্ধ বয়েসের গান আছে, তবে সেই মনের উত্তরণ আমার হয়েনি রে।

– বুড়ো বয়েসে গুনগুন করে 'হরি দিন তো গেল' গাইতে গেলে কি মনের উত্তরন লাগে নাকি!

– লাগে, লাগে। এই গান কাকে শোনানো হয়ে জানিস? আমাকে কোনদিন ঠাকুর পুজো করতে দেখেছিস? মনের উত্তরণ না হলে ঠাকুর পুজো করা যায় না রে।

– তুমি ভুল বলছ। বুড় বয়েসে যারা নিজের মনে একা ঠাকুর দেবতা ছাড়া থাকতে পারে, তাদেরই মনের উত্তরণ হয়েছে বলে আমার মনে হয়।

– তুই বড় তক্ক করিস আজকাল।

– বা রে! তুমি আমার সবচেয়ে কাছের লোকটাকে অবনমিত বলবে আর আমি চুপ করে থাকব! তা হবার না। গাও না গো একটা গান।

– আচ্ছা, গাইব আর একদিন।

– আর একদিন না, আজই, এক্ষুনি।

– তোকে কথা দিলাম। কাল থেকে রোজ একটা দুটো করে গাইব। তুই তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবি তো?

– পাক্কা, একদম পাক্কা।

– আচ্ছা অনু, তুই সেদিন বলছিলি পুরনো পাড়ায় গেছিলি। কেন রে?

– ওই মল্লিকবাড়ির ছবি তুলতে। গৌতম ছবি চেয়েছিল ওই বাড়িটা কিনতে চায়। আচ্ছা বুয়া, কটা ঘর আছে গো ওই বাড়িতে? রুদ্র মল্লিক কোথায় গেল বল তো?

– রুদ্র আমেরিকা চলে গেছিল। ঘর অনেক আছে। অধিকাংশই ব্যবহার হত না।

– তুমি কোন ঘরটায় গান শেখাতে?

– দোতলার বারান্দাতে। একটা ফরাস পাতা থাকত, আমি ঘরে গান শেখাতাম না।

– তুমি কোনদিন ওদের ঘরে ঢুকেছ?

– ঢুকেছি। খুব কন্সারভেটিভ ছিল ওরা।

– তিতাসের মা কেমন ছিলেন? উনিও কি আমেরিকাতেই আছেন?

– সবাই যদি গিয়ে থাকে, তবে উনিও গেছেন নিশ্চয়ই। তিতাসের মা আমার খুব কাছের লোক ছিলেন এক সময়। খুব বন্ধুত্ব ছিল। উনিও আমার কাছে কয়েকদিন গান শিখেছিলেন। বয়সে আমার চেয়ে বড়ই হবেন।

– এক সময় বললে কেন?

পিসিমা কিছুটা এড়িয়ে গেলেন যেন। চুপ করে থেকে বললেন – এমনিই। এখন তো আর যোগাযোগ নেই।

অনুরাগ আবার প্রশ্ন করে– আচ্ছা, তোমার তো ঘনিষ্ঠতা ছিল ও বাড়ির সাথে কিন্তু আমাদের বাড়ির কাউকে তো ও বাড়িতে কখন যেতে দেখিনি। আমার মা তো তোমার খুব বন্ধু ছিল। মা যায়নি কখনও বাড়িতে?

–নারে, তোর মা কখনও যায়নি। ওরা খুব রক্ষণশীল ছিল। হয়ত বা অভদ্রও ছিল। দাদা বউদিরা কেউ পছন্দ করত না ওদের। আমি বাধা মানতাম না, তিতাসও না। তিতাস ছিল একটা সোনার টুকরো মেয়ে। কি গলা! ওর মা বলতেন, তিতাসের কণ্ঠস্বর ঠিক তোমার মতন। গানটা তোমার মতন করেই শিখিয়ো।

অনুরাগ চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে সিগারেট ধরাবার জন্যে বারান্দায় চলে গেল। পিসিমা রান্নাঘরে। টিকটিকিটাও বারান্দায়ে বেরিয়ে এল। একরাশ ধোঁয়া ছাদের দিকে উঠে টিকটিকিটাকে একটা রোমহর্ষক ড্রিম-সিকুয়েন্সের ড্রাগন বানিয়ে তুলছিল। আলো বড্ড কম। অনুরাগের আপসোস হল। বেশি আলোতে আবার এরকম লাগে না। বড়ই মুশকিল।

মুশকিল বড়ই। বুয়ার সাথে আড্ডা দিতে দারুণ লাগে অনুর। বুয়া চায়। কিন্তু সময় কেটে যায় বাইরে অনেকটাই। ফিরতে ফিরতে রাত হয়। যারা দশটা - ছটা অফিস যায় না,

তাদের ওপর বন্ধুবান্ধবদের দাবি অনেক বেশি।

বুয়ার সাথে আড্ডা হলেই আড্ডা শেষ হবে অনুর বিয়ের প্রসঙ্গ দিয়ে। গতকাল যদিও সেদিকে বাঁক নেয় নি। বুয়ার বক্তব্য সন্তান না থাকলে, সঙ্গী না থাকলে, বাকি জীবনটা অনু কাটাবে কি করে! যে লোকটা নিজে বিয়ে করেনি, তারও যে কেন এ ব্যাপারটায় কন্সিডারেশন থাকবে না। অনু বলেছিল– তোমার কাটছে কি করে? পিসিমা বলেছিলেন – আমার তো অনু আছে, তোর ?

অনু বলে – এই বয়সে কারও বিয়ে হয়!

আজ অনেক কাজ অনুর। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্টের। ঝাঁ চকচকে প্রোফাইল লাগবে। ক্যামটাও সাথে নেবে। অনেক সময় ক্যাম থেকে স্ন্যাপশটে ছোটখাটো ছবি ডিজিটাল প্রিন্ট করলে ভাল বেরিয়ে আসে।

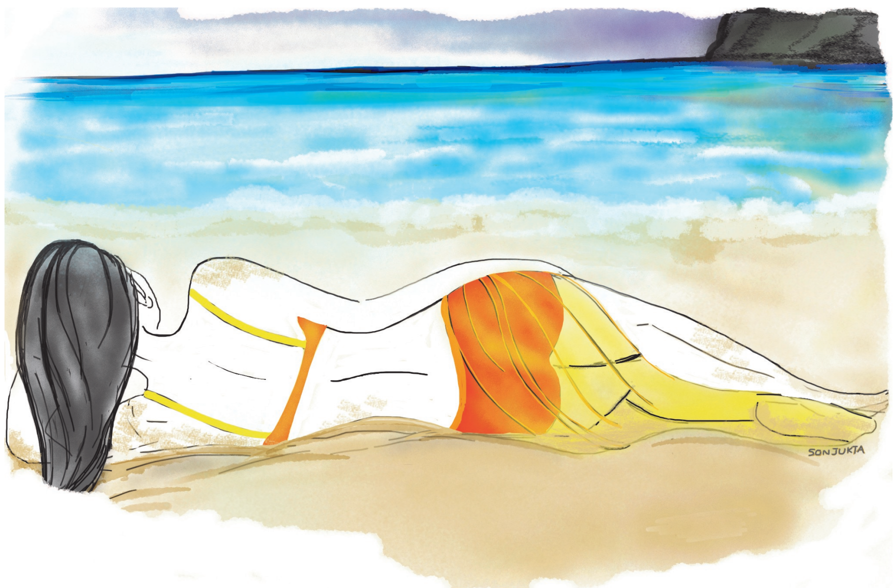

ক্যামকর্ডার থেকে কম্পিউটার মারফত স্টিল ছবি তৈরিটা অনু ভালই রপ্ত করেছে। সুধা আর পিন্টু দুজনে অনেকটা সময় দিয়েছে ওদের কম্পিউটারে অনুরাগকে এটা রপ্ত করার। পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে মেমরিটাও বাড়িয়ে নিয়েছে অনুরাগ নিজেই। বন্ধুরা যথেষ্টই করে কলকাতায়। এই শহরে থাকার এইটা একটা বাড়তি সুবিধে।

আজ সকাল থেকে ভাল বাধা যাবে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একটা কমবয়সী ছেলেকে সহকারী হিসেবে রাখলে মন্দ হয় না। লাইটটা ঠিক করে দেবে। স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে দেবে। একটু সিগারেট এনে দিল। ফায়ফরমাস কত পড়বে?

আজও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে এই উদ্দেশ্যে সুধা-পিন্টুর ল্যাবে না ঢুকে সোজা বাড়ি। আসার পথে কয়েকশো গ্রাম টম্যাটো আর শসা। গোটা দুই লেবু। একটা ছোট ফুলকপি আর পাঁচশো আলু

"তুমি তো আমার কেউ নও।"

বুয়া গান গাইছে। চেনা গান। বুয়ার নির্মম অস্ত্র ভাণ্ডারের একখানা। কার লেখা, কার সুর, কেউ জানতে পারেনি কখনো। হয়ত বুয়ার নিজেরই। শুনলে মাথা ঝিমঝিম করে। এখনও কি রিনরিনে গলা। মনে হয় আর কোনও কাজ করব না। শুধু একের পর এক গান। অথচ কোন জলসায় যাবে না। রেকর্ডও করবে না।

ক্যামে ধরে রাখতেই হবে, এই সম্পদ। অনু গানটা শেষ না হওয়া অবধি কলিং বেলের সুইচে হাত দিল না। ঘরে ঢুকতেই যোগমায়া লজ্জা পেলেন যেন। তারপর অনুর পেছন পেছন অনুর ঘরে। ঘরে ঢুকেই বিছানার ওপর রাখা বিদেশি খাম। হ্যাঁ, গৌতম পাঠিয়েছে। ওদেশের খামেও এত সুন্দর গন্ধ থাকে! প্রত্যেক পোস্ট-অফিসে কি পারফিউম রাখা থাকে নাকি! মায়া লাগে খুলতে।

প্রথমেই কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং হাতের লেখায় গৌতমের বাংলা চিঠি।

অনুরাগ,

ছবিগুলো ভাল তুলেছিস। তর স্টিলের হাত এত ভালো। এবার মুভিটা রপ্ত করে ফেললে আমাদের প্রোজেক্টে খুব কাজে লাগবে তোকে।

ঠিক করে ফেললাম, বাড়িটা কিনেই ফেলব। টাকা পয়সার লেনদেন এদেশেই হয়ে যাবে। কিছু লিগ্যাল ফর্মালিটির জন্যে ভারতে যাব দু-এক মাসের মধ্যেই। এই বাড়িটার একজন উত্তরাধিকারীর সাথে আমার আলাপ আছে। তাঁর মুখ থেকে শুনেই আমার ইন্টারেস্ট হয়। সে এদেশের একজন সেলিব্রেটি। সুন্দরী মডেল ও গায়িকা। বেশ কয়েকটা অপেরা সিডি নাম্বার আছে – অডিও ভিজুয়াল। গ্রুপটার আর মেয়েটার একই নাম। যখন ভারতে যাব, দুএকটা সিডি নিয়ে আসব। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট।

মেয়েটির প্যাশন – সব নাম্বারই প্রায় সাদাকালোয় করে থাকে। মেয়েটির একটি ছবি পাঠালাম। বছর দশের আগে বহু বিখ্যাত ম্যাগাজিনেও সেন্টার স্প্রেড করেছে। এখন একটু বয়স হয়েছে। যাই হোক ছবিটা ছবি হিসেবে তোর ভাল লাগবে।

আমাদের গ্যালভানাইজ্‌ড ফেন্সিং-এর ব্যবসা। আইটি ও চালাচ্ছি পুরোদমে। তবে অধুনা একটু মন্দা যাচ্ছে। ক্যাচ আপ করে নেব। ভারতে যে এন্জিওটা করার ইচ্ছে আছে, তার প্রাইম ফোকাস হবে লোকসঙ্গীত।

তোর খবর কি? সাথে আরও দুটো বই পাঠালাম। সিরিয়ার একটা বিকলাঙ্গ ছেলে কবিতা লেখে। তার কিছু কবিতা অনুবাদ করে আমি এবার এই বইটা ছেপেছি বাংলাইয়। লস অ্যাঞ্জেলসে বসে বাংলা বই ছাপালাম। দ্বিতীয় বইটা একজন স্থানীয় বাংলাদেশের মহিলার রান্নার বুকলেট। মহিলাকে রাঁধুনি হিসেবে এক মুসলমান বনেদি পরিবার স্টেটসে নিয়ে আসে। তারপর মহিলাটি "বাংলার খাবার" বলে একটা দোকান দেন এদেশে। পরে এনার সম্বন্ধে আরও বিশদে লিখব।

ভাল করে ব্যবসা কর।

গৌতম।

অনু চিঠিটা শেষ করে, আট বাই দশের একটা খয়েরি খাম হাতে নিল। খামটা একবার নাকে ঠেকাতেই মিষ্টি গন্ধ। গন্ধটা পরিচিতও লাগল, অথচ অনেক সফিস্টিকেটেড যেন। খুব হাল্কা আঠা দিয়ে খামটা লাগানো। একবার আঠা খুললেও আবার যাতে আগের মত সযত্নে বন্ধ করে রেখে দেয়া যায়। খামটা খুলতেই বেরিয়ে এলো কার্ড বোর্ডে সাঁটা একটা সাদাকালোর মাস্টারপিস। আলোছায়ার এমন সুষম পরিবেশন খুব কম চোখে পড়ে। বালিয়াড়িতে একটি নারী শুয়ে আছে। স্বল্পবস্ত্রা। উপুড় হয়ে আছে সে। মুখটা একটু ঘুরিয়ে ওপর দিকে কি দেখছে যেন। সারা গায়ে চিকচিক করছে বালি। বালির তরঙ্গ পায়ে পিঠে বাহুসন্ধিতে গ্রীবায় সর্বত্র। যেন একটু আগেই ঝড় বয়ে গেছে! কি রহস্যময়তা! কি গভীরতা চাউনিতে! ছবিটার নাম – ইউ ডু নট বিলং টু মি। তলায় সই – টি আই টি এ এস। ■

Atlanta Dental Arts

Dr. Myles Williams, D.D.S

2166 Lavista Rd NE
Atlanta, GA 30329

invisalign
The Clear Alternative to Braces

(404) 872-4455
www.atlantadentalarts.com

ADA

সুখবর! সুখবর!

জর্জিয়ার ডোরাভিল এর বিউফোর্ড হাইওয়ে এবং অকলিফ রোডের ইন্টারসেকশনের প্লাজা ওয়ান মলে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ এবং নতুন আঙ্গিকে আপনাদের পছন্দের ও আগ্রহের কথা বিবেচনায় নিয়ে উদ্বোধন হয়েছে

বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস

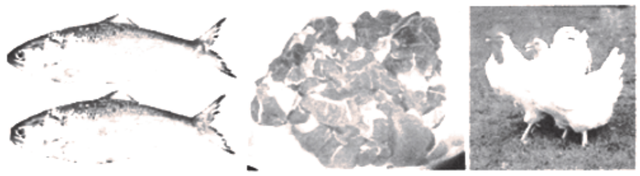

আমাদের স্টোরের সমস্ত ফলমূল, সব্জি এবং মাছ মাংস উন্নতমানের,টাটকা এবং ১০০% হালাল

যোগাযোগের ঠিকানা : 5938 BUFORD HWY ,DORAVILLE, GA 30340

PH: 404-322-7852

আপনাদের শুভ পর্দাপন এবং সহযোগীতা আমাদের ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় হয়ে উঠুক ইহাই কামনা করি।------------- ধ্রুব ধর।

বাংলাদেশী গ্রোসারী প্লাস–ব্যবসা নয়, সেবাই মূখ্য

LOWEST PRICES IN TOWN!

PRINT & SIGNS

Enhance Your Image

CELEBRATING 20 YEARS IN BUSINESS

Full Line of Printing
Full Line of Signs & Banners
.... All Under One Roof

- Banners & Signs
- Window Lettering
- Channel Letters
- Neon Signs
- Magnetic Signs
- Vehicle Lettering

Invoices
Forms
Envelopes
Flyers
Coupons
Invitations
Announcements
Postcards
Menus
Large Format
Full Color Printing
Lamination
Binding

We ship out of Georgia too

Call: SAJID 404.296.9141
pns2000@aol.com

Professional but Affordable Graphics & Designing services in house

SPECIALIZED IN RESTAURANT, GAS STATIONS & JEWELRY STORES SIGNS

Best & Professional Graphics & Corporate Designs

404.296.9141
2968 North Decatur Road, Suite C.
Decatur, GA 30033
Tel: 404-296-9141
Fax: 404-296-9164
www.myprintnsigns.com

Stylz

BEAUTY & HAIR SALON

10360 Medlock Br. Rd. • Johns Creek
770-418-9028
12890 Hwy 9 • Alpharetta
770-619-9060

FULL PACKAGE $50 (Eyebrows, Upper Lip, Herbal, Facial, Full Wax & Face Bleach) w/Coupon. Exp 10/5/15

1 HR. FACIAL, HAIRCUT, SHAMPOO EYEBROWS, UPPER LIP THREADING $45 (A $75 Value) w/Coupon. Exp 10/5/15

$20 INSTANT POLISHING FACIAL WITH FREE EYEBROWS w/Coupon. Exp 10/5/15

BASIC HAIR CUT $7.99 MEN'S HAIR CUT & COLOR $25 w/Coupon. Exp 10/5/15

EYEBROW & UPPER LIPS (A $8 Value) $6 w/Coupon. New Client Only Exp 10/5/15 LADIES HAIR COLOR $25

WAXING
FULL LEGS $20 • HALF $15
ARMS & UNDERARMS $15
BRAZILIAN/BIKINI $20 • FRONT/BACK $20

www.stylzbeauty.com
Like Us on Facebook!
We Will Accept Any Competitor's Offer/Coupon!

#1 Indian Vegetarian Restaurant in Atlanta!

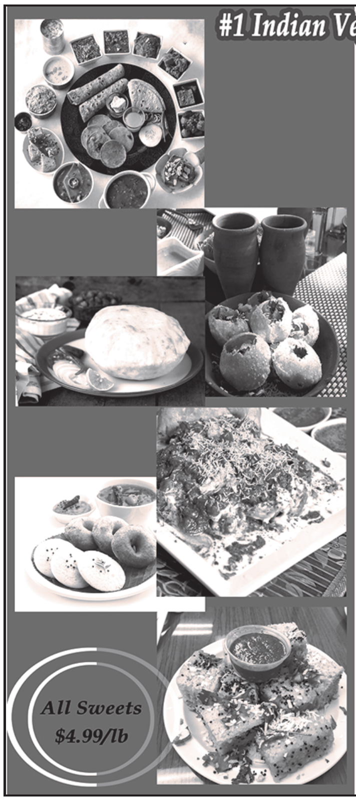

Chat Patti

Indian Vegetarian Restaurant
Celebrating 23 years!
New Location,
Expanded Menu,
Sparkling Facility!
New Dishes Every Week!
1707 Church Street Ste C-7 (Patel Plaza)
Decatur, GA 30033
Tues-Thurs: 11.30 am to 9.30 pm
Fri-Sun: 11.30 am to 10.00 pm (Monday Closed)
404-633-5595

We Do Catering
For All Occasions !!!

CURRY On The Go

5675 Jimmy Carter Blvd. #750
Norcross, GA 30071

Rina & Runa
770-729-0777

YAJNA PARIVAR

Religious Services

- Anniversaries
- Birthdays
- Business
- Funeral
- House Opening,
- Marriages
- Naming
- Vastu Shanti
- Shanti Havan
- includes Performing Music in Ceremonies

Specialist in Conducting Indian Wedding Ceremonies with full explanation.

Pandit Giri- Call @ 678 665 2301 (c),
770 608 8800 (o), 770 982 6885(h)
Email: yajnaparivar@gmail.com

LEXUS

Stephen Mittler
Sales & Leasing Consultant

CERTIFIED
MASTER
SalesConsultant

Hennessy Lexus
5955 Peachtree Ind. Blvd.
(770) 457-6800, Direct: (678)*542-1817
Fax: (770)-475-4592
Email: smittler@lexusatlanta.com

De Ghumake

INDIAN CRICKET POST WORLD CUP 2015

INDIAN CRICKET POST WORLD CUP 2015

Deep Dasgupta

India's long tour of Australia was not going to be easy and you don't have to be a rocket scientist to figure that out. The form leading into the tour wasn't that great either. We had failed miserably in the preceding away tour of England too. Here I have to mention that we need to put the Australian test loss in the right perspective. Indian side, especially the test side is going through a transition phase. In the last couple of years or so we have lost the nucleus of the side through retirements of Kumble, Rahul, VVS, Sourav and Sachin. Zaheer also has been struggling with injury issues and hence the test side is very new. If we look at the test result of the tour, India again did lose the series but I believe the score line doesn't do justice to the way the Indians played the series. I for one believe there were a lot of positives that the young Indian side could take from the series and it was a lot closer than the score line says. Injuries to MS Dhoni and his retirement in the middle of the tour wasn't the ideal situation either. Post the test series came the triangular, where the performance was under par again. The team looked jaded, both mentally and physically. The big question was how would India, the defending One Day World Cup holders, react to the series loss?

It's never easy to go into a tournament on a back of a series loss, especially when the series and the world cup is in the same country. The biggest challenge was the mental and physical fatigue of the long Australian series specially if the team hasn't won a game in that tour yet. Recovering from the mental fatigue was the key. Physically all the cricketers were fit enough to manage the schedule but mentally it can take a toll because you can start doubting yourself and the team's ability to win under such conditions.

Truly, the preparations weren't ideal for the defending champions but there were quite a few positives, going in to the tournament. To start of with, yes, we haven't done that well in test cricket in the last few years but when it comes to ODI, the record has been fabulous over the same period of time especially in the big ICC tournaments. I've always believed that Indian team playing in blue is a different beast altogether compared to when they are in whites. The team looks lot more confident and more skillful when it comes to the shorter format. The combination too of the side is lot more balanced with two spinning all-rounders in Jadeja and Ashwin.

Dhoni as a captain too looks lot more aggressive and pro-active when it comes to the shorter format and I believe that has a rub on effect on the other team members. We surely didn't win too many games in that series till the beginning of the WC but the advantage was that we had been in that country for over a month and was quite used to the conditions by then, maybe more prepared than most of the other countries' teams. As far as losses were concerned, all of them came against one country, Australia, and they weren't in our group in the WC.

Now going back to the same question, what about the mental fatigue? I believe the best thing that the Indian team did before the world cup in after the series was take a complete break from the game. I believe all of them went completely away from the sport. In fact if my memory serves me right, they went to a different country which was a non cricketing country on a break for a few days. Moving away from the sport both mentally and physically, I believe, helped the team to recharge their faculties and regroup for the challenges ahead.

India's group wasn't easy, it had Pakistan and South Africa in the same group along with Ireland, a tricky opponent. As per the new format, qualifying was never going to be a serious problem but qualifying at what position was very important. One wouldn't want to face NZ or Australia in the very first knock-out game. So the challenge was not only to qualify but to qualify as one of the top two teams. As far as India's chances were concerned I felt making it to the semis was a realistic target and from there on it was two good days of cricket and India could successfully defend the title. But for that to happen India needed to start the tournament well against Pakistan. Boy, did they start it well, convincingly beat Pakistan and then South Africa, the two big teams in the pool. India looked a totally different team in the World cup opening games. They were confident, aggressive and in form.

One of the biggest takeaways from the world cup was the aggressiveness of the captains and their teams. With the new rules 300 had become the new 275, and 330 became the new 300. Bowlers were under pressure all the time and it had become predominantly a batsman's game. But captains like Brendon McCullum, MS Dhoni and Michael Clarke successfully changed the thought process. They were always aggressive with their bowling and field placements, always looking to pick wickets coz they realized, just containing was not an option. With the advent of T20 cricket, wickets in hand teams could score 100-120 runs in the last 10 overs. The success of the three above mentioned captains were due to the change in their mindset. These three were quick to adjust to the new, more aggressive strategies and got their bowlers to be more attacking minded than defending.

Indian performance in the World Cup was impressive till the time they came up against their nemesis in that tour and the host, Australia. They lost to a better team on the day and there is no shame in that. For me, they lived up to my expectations, reaching the semi–finals and more importantly playing good cricket. They were able to keep their reputation as one of the top ODI sides, intact. ■

STATE FARM INSURANCE

Phone: 770-998-1464
Fax: 770-998-1473
Email: glen.monroe.b9vs@statefarm.com
Web: www.glenmonroe.com

STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe

Products Offered

Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by Appointment

!!! Only 2 Days this weekend SALE !!!

New Arrival Designers Sarees Sale

Special Saree Sale $35 and Up

Kurtis's Sale $25 for 3 (Three)

সকলকে জানাচ্ছে শারদীয় শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

Maya CREATIONS Where Beauty Gets Inspired

Maya Creation

ঈদ ও পূজার
বিশাল ছাড়ের
(40% – 70%)
সুযোগ নিতে
আজই আসুন
মায়া ক্রিয়েশন-এ

Shop $100 or more Get a free Fancy Jewelry set)

Contact: Nasima Bhuyiana

Global Mall

5675 Jimmy Carter Blvd (Suit 580)
Norcross, GA 30071

PHONE: 678-969-9869

RUMELA

ROSWELL ■ ALPHARETTA ■ CRABAPPLE ■ CUMMING

EMERGENCY APPOINTMENTS

SAME DAY APPOINTMENT / WALK-IN WELCOME

ALPHA MEDICAL

Dhiraj A. Patel M.D. & Associates

BOARD CERIFIED PHYSICIANS AFF. WITH N. FULTONHOSPITAL

FAMILY PRACTICE - INTERNAL MEDICINE - GERIATRICS

Minor Emergencies • EKG • Lab in Office • Well Woman Exams • Pap Smear-Gyn
Auto Accident • Immunization • Physical • School, Pre Employment & DOT Physical
Sports Physical • Urine Drug Screening • Pulmonary Function Testing

ALPHARETTA MEDICAL
PROFESSIONAL PARK
401 SOUTH MAIN STREET, SUITE A4
ALPHARETTA, GA 30004
WWW.ALPHAMEDICALONLINE.COM

(770) 772-4044

Accepting:
Medicare•Medicaid•Most HMO/PPO Plans•Auto Insurance and Workers Compensation

VISA MasterCard DISCOVER NOVUS

Maaco
COLLISION REPAIR & AUTO PAINTING®
AMERICA'S BODYSHOP®

10% OFF

Paint

Must present ad at time of estimate. Hurry... limited time offer!
Valid at this participating location only.

FREE ESTIMATES!

Must present ad at time of estimate. Hurry... limited time offer!
Valid at this participating location only.

FREE ESTIMATES!

Maaco™

Roswell
11265 Elkins Road
Roswell, GA 30076
770-442-8322

Monday – Wednesday - 8 am - 5:30 pm
Thursday & Friday - 8 am - 7 pm
Saturday - 9am - 11am

Trucks, Vans, SUVs and commercial vehicles by estimate. Body work, rust repair & stripping of old paint extra. Not valid with any other offer. Maaco Collision Repair & Auto Painting centers are independent franchises of MAACO Franchising, Inc. Prices, hours & services may vary. ©2013 MAACO Franchising, Inc.

Georgia
HALAL MEAT
MEAT | FOOD | CATERING
The Freshest Chicken
Only $4.99!
Tandoori Favorites
Served all day!
1707 CHURCH STREET, STE C10
DECATUR, GA 30033
(LOCATED INSIDE PATEL PLAZA)
404-254-4651
HOURS : TUES - SUN 11:00 A.M. - 9:00 P.M.

Happy Durga Puja
সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা
এখানে বাংলাদেশী ও ভারতীয় উন্নতমানের
নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, পুজা সামগ্রী ও
মাছ মাংস সুলভ মুল্যে বিক্রয় করা হয় ।
খাদ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্বাবদানে
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও জীবানুমুক্ত ভাবে
মাছ, মাংস কেটে দেওয়া হয় ।
বাঙালী হিন্দুদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যবসা
DEB's GROCERIES
5944 Buford Highway, Doraville, GA 30340
Hours: Mon-Sat: 10am-10pm & Sunday: 11am-10pm
(770) 455 - 3790

Highglow

LOS ANGELES
18644 - A Pioneer Boulevard,
Artesia, CA 90701
Tel: (562) 402-0112

ATLANTA
1709 Church Street, Unit C,
Decatur, GA 30033
Tel: (404) 296-2714

DETROIT
28231 Ford Road,
Garden City, MI 48135
Tel: (734) 422-6810

Lasooni
Gobi

TAVA
Indian Bistro

MODERN INDIAN DINING
LOCATED IN PATEL PLAZA
TAVAINDIANBISTRO.COM
CATERING AVAILABLE

Chicken
Cream
Tikka

WEEKDAY WEEKDAY
LUNCH PLA LUNCH PLATTER
STARTING / STARTING AT ONLY $8!

404.343.2710
1685 Church Street, Decatur GA 30101

Mills & Hoopes, LLC

Strong, Aggressive & Reliable Legal Representation

Real Estate Law
- Environmental
- Commercial Transactions
- Litigation
- Landlord / Tenant

Business Law
- Sports & Entertainment Law
- Healthcare Law
- Litigation
- Business Sales
- Corporations/LLCs
- Contracts/Leases
- Collections • Franchise

Criminal
- DUI/Traffic
- Misdemeanor
- Felony
- Juvenile

Family Law
- Divorces
- Child Custody
- Wills / Probate
- Adoption

Bankruptcy
- Chapter 7

Personal Injury
- Auto Accidents
- Wrongful Death
- Product Liability

*Stop Wage Garnishments, Lawsuits & Collection Calls

(770) 513-8111

www.millshoopeslaw.com

We Speak Spanish, Russian, German, Hindi, Urdu, & Tagalog

1550 North Brown Rd Ste 130 Lawrenceville, GA 30043

GOKUL SWEETS & RESTAURANT
Patel Plaza,1707 Church St,
Ste C-8, Decatur, GA 30033
(678) 974-5656 Fax: (678) 974-5681
763 Dekalb Industrial Way
Decatur, GA 30033
(404) 299-2062 Fax: (404) 299-7184
• AUTHENTIC INDIAN VEGETARIAN DISHES
• SNACKS, CHAAT, FRUIT JUICES & SWEETS
• CATERING SERVICES FOR ALL OCCASIONS
• OPEN 7 DAYS A WEEK
• WE SHIP ALL OVER USA
100% * VEGETARIAN *
Opening soon 3rd location
4315 Abbotts Bridge Road, Suite 3&4
Duluth, GA 30097.
SHOP ONLINE: www.gokulsweets.com
Indo-Chinese
North-Indian
South-Indian
Gujarati
Snacks
Chaat
Namkeen

MASALA

AUTHENTIC INDIAN CUISINE

BANQUET FACILITIES AVAILABLE
CATERING FOR ALL OCCASIONS
WITH FULL SERVICE

Hours: 11:30AM - 10:30PM

1713 Church Street Decatur, GA 30033
Tel: 404-296-9999 Fax: 404-299-3036

www.mirchmasaladecatur.com

All Vegetarian ItemsCooked Seperately

WE SERVE HALAL

حلال

HALAL

LUNCH BUFFET	DINNER BUFFET
Mon-Fri: $9.95	Mon-Fri: $11.95
Sat & Sun: $10.95	Sat & Sun: $12.95
11:30AM-4:30PM	4.30PM-10:00PM

Patel Plaza
Your One Stop Shopping and
Dining Destination For Everything Indian
Hum Ek...Humara Plaza Ek...
PATEL® BROTHERS
"Celebrating Our Food...Our Culture"
1711 Church Street, Decatur, GA 30033 | 404-296-2696
A TO Z ELECTRONICS & GIFTS 220V/110V Appliances 404-299-9196
ALOHA OF DECATUR Mind Math, English, Reading/Writing 678-554-7800
ASOPALAV USA Latest Indian Fashions 678-907-8400
CHATPATTI VEG. RESTAURANT North, South, Gujarati, Chinese & Chaat 404-633-5595
CHINESE DHABA Chinese Food, Indian Twist 404-736-6453
CHOPAATI Veg. Cuisine, North, South Indian & Chaat 404-296-2965
CSI LED LIGHTNING Save Energy, Energy efficient LED Lighting 404-500-5791
DC'S NAILS' N BEAUTY Full Service Salon 404-299-5666
GEORGIA HALAL MEAT Halal Meat & Catering 404-254-4651
GOKUL SWEETS & VEG. RESTAURANT Snacks, Sweets, North & South Indian, Chinese 404-299-9199
H & K ACCOUNTING Accountant & Tax Preparation 678-701-5554
HIGHGLOW JEWELERS 22K Gold & Diamond Jewelry 404-296-2714
INARA WHOLESALE Phone Cards, Gift Novelties, C Store Items 404-499-0066
KUMKUM SARI Saris, Salwar Kameez, Wedding Dresses, More 404-296-1001
MASALA Indian Cuisines, Banquet, Catering 404-296-9999
MEENA JEWELERS 22K Gold, Diamond & Gemstone Jewelry 404-477-1004
MIRAGE SARI CENTER House of Indian Fashion 404-292-8065
MR. BAKER Bakery, the Sign of Good taste 678-515-8203
MY CHOICE Tobacco, Paan Masala Hookah 470-225-6619
NATURAL IDENTITY OF NEW YORK Beauty Architects 404-292-6230
NATURAL IDENTITY OF NEW YORK Spa, Salon & Bridal 404-292-6230
PARAS GOLD 24K Gold, Silver, Platinum Coins & Bars 678-896-4444
PATEL BROTHERS One stop shop for all Indian grocery needs. 404-296-2696
RAJPAN IMPORTS Imported Arts & Crafts 404-297-0200
RIYA'S EXCLUSIVE Designer Fashions & Bridal Wear 404-819-4114
ROYAL SWEETS Snacks, Sweets & other Indian Dishes 404-464-5427
SONA VIDEO Latest Indian Music and Movies 404-292-7979
TAVA INDIAN BISTRO Tava Indian street Food 404-343-2710
THALI RESTAURANT Celebrate True flavors of Vegetarian Cuisine 678-705-1290
WEIGHT LOSS CLINIC Pain center & weight loss specialists 404-254-2948
ZAHRA'S Pakistani, Indian Fashion, Jewelry, Bridal 404-512-0364
ZAVERI BAZAAR JEWELERS 22K Gold, Diamond & Gemstone Jewelry 404-264-1330
Z-CELL SALES Gift Novelties & Wholesale for C-stores 404-298-1181
So Many Options For Delightful Experience